জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ভাষা-প্রতিবাদ

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধরনা-বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। বক্তব্য রাখেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা

ফের সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। দক্ষিণে আর্দ্রতা চরমে। বৃষ্টি হবে সামান্য। উত্তরে আপাতত কয়েকদিন টানা ভারী বৃষ্টি হবে। ফলে ধস ও জল জমার আশঙ্কা রয়েছে পাহাড়ি ও সমতল এলাকায়

মৃত্যুর পর পাঁচ ঘণ্টার বেশি দেহ আটকে রাখা যাবে না

আমতার শিশুচুরি-কাণ্ডে পুলিশ গ্রেফতার করল বিজেপি নেত্রীকে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০৮ ● ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২৪ ভাদ্র ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 108 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 10 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

উত্তপ্ত-অস্থির কাঠমান্ডু ■ আক্রান্ত মন্ত্রীরা ■ পালিয়ে ইস্তফা অলির

শান্তি রাখুন, সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র : মুখ্যমন্ত্রী

বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে অশান্তির আঁচে বাংলার সীমান্তে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নেপালের বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র। কারণ নেপাল আমাদের দেশ নয়, বিদেশ। আমাদের প্রতিবেশী দেশ। আমরা নেপালকে ভালবাসি। কিন্তু আমরা এই বিষয়ে কথা বলতে পারি না। ভারত সরকার একমাত্র বলতে পারে। তবে এই পরিস্থিতিতে শান্তি বজায় রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, শিলিগুড়ি, কালিম্পং— আমাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সীমান্ত এলাকা রয়েছে। আমার অনুরোধ থাকবে, সবাই শান্তি বজায় রাখুন। যাতে কেউ কোনও সমস্যায় জড়িয়ে না পড়ে। সেইসঙ্গে সাংবাদিকদের নেপালে যাওয়া নিয়েও সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, হুটহাট করে সাংবাদিকরা নেপাল চলে যাবেন না। পুলিশকে বলে যাবেন। কাজ করুন শিলিগুড়ি থেকে। নেপালের অশান্তির আঁচ যাতে পশ্চিমবঙ্গে না পড়ে, সেই জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য সরকার। নেপাল সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জায়গায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে জানিয়েছেন, প্রতিবেশী ভাল থাকলে আমরাও ভাল থাকব। কেউ যেন অশান্তিতে (এরপর ৩ পাতায়)

রাত জেগে উত্তরকন্যায়

প্রতিবেদন : অস্থির নেপাল। উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। পড়শি যদি ভাল না থাকে তাহলে তিনি কী করে ভাল থাকবেন? গেস্ট হাউসে নেটওয়ার্ক নেই, তাই রাতে চলে এলেন উত্তরকন্যায়। সঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ছাড়াও ডিএম, এসপি, সিপি। ফোনে খবর নেওয়া শুরু। অফিসে বসেই রাতভর চলল মনিটরিং।

মান্যতা পাক ভোটার কার্ড

▸▸ তিন পাতায়

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কুথায় পাউম

কুথায় পাউম অরে
হামে কুথায় পাউম অরে
হিয়া হামর ঘুরিকে বুলয়
জাম দেশেক ফেরে।
বাঘমুড়িক পাহাড়ে জাম
বন জাঁগাল বাদাড়ে
ভালোবাসা হে কুটুম
হামর বরসাক ভাদরে।
নিরন মাস মানভূমে
খরা হেতেক দামদরে
বাঁচাক লাগি গড়তেই হেতেক
টুসু জিয়ন-কাঁঠি পুরুইলারে।
বহই লদি কুলকুল
গেল বেরা তুফান বাণে
তুফান বানে দামোদরে
অভিমান এসন দিনে।
বছর বছর পানি নাই
মেনতুক পানি আসতাক
পাথরে জাঁকাউল মন
রিঝে ভরি যাতাক।

হিডকোর চেয়ারপার্সন হলেন চন্দ্রিমা

প্রতিবেদন : রাজ্যের আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্ষদ বা হিডকো-র নতুন চেয়ারপার্সন হলেন অর্থ ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি হিডকো ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নতুন দায়িত্ব পেয়ে চন্দ্রিমা বলেন, আমায় এর জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। জীবন দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করব। এতদিন হিডকোর কাজ সামলাচ্ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। মঙ্গলবার (এরপর ৯ পাতায়)

গণঅভ্যুত্থানে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র না সেনাশাসন? স্পষ্ট নয়

প্রতিবেদন : উপলক্ষ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান। আসলে বাম নেতৃত্বাধীন নেপাল সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ আর বেকারত্বের কারণে নেপালের জেন-জি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সোমবার থেকেই। প্রথমে সংসদ দখল। পাল্টা পুলিশের গুলিতে কম করে ২৩ জনের মৃত্যুতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মানুষ। রাতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান তুলেও কাজ হয়নি। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী, রাষ্টপতির বাড়ি আক্রমণ। লাগানো হয় আগুন। প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলি পদত্যাগ করে হেলিকপ্টারে দেশ ছেড়ে যান। কার্যত সেনা দখল নিয়েছে দেশের। দেশের অন্তর্বর্তী দায়িত্ব বালেন্দ্র শাহর হাতে যেতে পারে। আক্রান্ত দেশের অর্থমন্ত্রী, প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী। নেপাল জুড়ে পালাবদলের দৃশ্য।

মঙ্গলবার সকালে প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডলের বাসভবনে আগুন লাগানো হয়। জ্বালানো হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বামনেতা প্রচণ্ড, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও টেলিমন্ত্রীর বাসভবনও। বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে বাঁচেনি নেপালি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শের বাহাদুর দেউবা ছাড়াও গগন থাপার বাড়ি। তাণ্ডব চলে পার্লামেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টে। রাস্তার সিসি ক্যামেরায় দেখা যায় ক্ষিপ্ত জনতা লাথি-ঘুসি মারছে দেশের অর্থমন্ত্রী বিষ্ণুপ্রসাদ পৌডলকে। বিদ্রোহীদের আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালাকান্ত খানালের স্ত্রী রবিলক্ষ্মী (এরপর ৯ পাতায়)

বিদ্রোহীদের আগুনের গ্রাসে নেপালের সংসদ ভবন।

ভোট দিচ্ছেন অভিষেক।

নির্বাচিত রাধাকৃষ্ণণ ৪১ সাংসদই ভোট দিলেন তৃণমূলের

প্রতিবেদন : উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বি সুদর্শন রেড্ডি পেলেন ৩০০টি ভোট। ১৫২ ভোট বেশি পেয়ে জিতলেন সিপি রাধাকৃষ্ণণ। মোট ৭৬৭ সাংসদ ভোট দেন। ২০২২ সালে উপরাষ্ট্রপতি ভোটে ধনকড় জিতেছিলেন ৩৪২ ভোটে, আর এবারে মাত্র ১৫২ ভোটে রাধাকৃষ্ণণের জয়। উল্লেখ্য, জুলাই মাসে উপরাষ্ট্রপতি ধনকড় পদত্যাগ করেন।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 September, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১৫
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ওরফে বাঘাযতীনের (১৮৭০-১৯১৫) শহিদদিবস। কুষ্টিয়ায় একবার ছোরা-হাতে একটি বাঘ মারেন বলে যতীন্দ্রনাথ 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিত হন। অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। সর্বভারতীয় বিপ্লবী দলগুলি জাপান ও জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করলে বাঘাযতীন বালেশ্বরে যান জার্মান জাহাজ 'মেভারিক' থেকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য। সেখানে বুড়িবালামের তীরে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। কলকাতার দুর্ধর্ষ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট অবনতমস্তকে এই বিপ্লবীর মরদেহে সম্মানজ্ঞাপন করেন।

১৯২২
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

(১৯২২-১৯৯২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮-এ তাঁর প্রথম গান আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত হয়। ১৯৪০-এ তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড 'যদি ভুলে যাও মোরে জানাব না অভিমান' বিশেষ জনপ্রিয় হয়। 'শহর থেকে দূরে' ছবিতে 'রাধে, ভুল করে তুই চিনলি নাকো তোর প্রেমিক শ্যামরায়' গানটি গেয়ে তিনি পাদপ্রদীপের সামনে চলে আসেন। আধুনিক বাংলা গান থেকে শুরু করে নজরুলগীতি, শ্যামাসংগীত, উচ্চাঙ্গসংগীত— গানের সব শাখাতেই তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। দীর্ঘ পাঁচ দশকের সংগীতজীবনে তিনি প্রায় ৫০০ গান রেকর্ড করেন। নিজে লিখেছেন প্রায় ৪০০ গান।

১৯৮৮
স্টেফি গ্রাফ

এদিন প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতেন। তখন এই জার্মান টেনিস তারকার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। এদিন ইউএস ওপেনে গাব্রিয়েলা সাবাতিনিকে তিনি ৬-৩, ৩-৬, ৬-১-এ হারান। টেনিসের ইতিহাসে তিনি তৃতীয় মহিলা যিনি এই খেতাব জেতেন। এদিন সাবাতিনির কাছে দ্বিতীয় সেটে হারা ছাড়া তিনি এই খেতাব অর্জনের পথে সব ক'টি টুর্নামেন্টের সব ক'টি ম্যাচে সর্বদা অপরাজিত ছিলেন।

১৯২৩
সুকুমার রায়ের

(১৮৮৭-১৯২৩) প্রয়াণদিবস। পিতা শিশু-সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, যন্ত্রকুশলী ও চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। খেয়াল-রসের স্রষ্টা সুকুমার ছোটবেলা থেকে মুখে-মুখে ছড়া বানাতেন, ছবি আঁকতেন আর সেই সঙ্গে ফটোগ্রাফির চর্চা করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তৈরি করেন ননসেন্স ক্লাব, সেই ক্লাবের মুখপত্র ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। স্বল্পজীবনে তিনি বিভিন্ন রকমের লেখায় ও রেখায় বাংলার শিশুচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা, নাটক, গল্প— এই তিন ক্ষেত্রেই উচ্ছল কৌতুকরসের সঙ্গে সূক্ষ্ম সমাজচেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'আবোলতাবোল', 'খাই খাই', নাটক 'অবাক জলপান', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', গল্পসংগ্রহ 'পাগলা দাশু', 'হ য ব র ল' ইত্যাদি। 'উইনাম পণ্ডিত' ছিল তাঁর ছদ্মনাম।

১৯৪৫
মাইকের মাথা কাটা

হয়েছিল এদিন, কিন্তু এরপরেও সে ১৮ মাস বেঁচে ছিল। ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে সে মারা যায়। মাইক একটি মোরগের নাম। কোলোরোডের বাসিন্দা লয়েড ওলসেন নামে এক চাষি তাঁর শাশুড়ির সঙ্গে নৈশভোজে খাওয়ার জন্য নিজের খামারের সাড়ে পাঁচ মাস বয়সি মোরগ মাইককে কাটে। কিন্তু মাথা কাটার সময় ঘাড়ের ধমনীটি কাটেনি সে। ফলে মাইক কর্তিত-মুণ্ডু হয়েও প্রাণে বেঁচে যায়। এদিন রাতের আহারে মুরগিটিকে খেতে না পারলেও এই মাথাকাটা মুরগিটিকে দেখিয়ে লয়েড প্রচুর অর্থ কামিয়েছিল। এটিকে দেখার জন্য দর্শককে ২৫ সেন্ট গুনতে হত। এভাবে লয়েড ১০ হাজার ডলার উপার্জন করে, যেটা বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ ষোলো হাজার ডলারের সমান। মাইককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লয়েড ড্রপারে করে তাকে জল মেশানো দুধ, ছোট ছোট শস্য দানা আর ছোট্ট পোকামাকড় খাওয়াত।

সরকারি কর্মসূচি

■ জয়নগরের নিমপীঠে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। রয়েছেন মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন, বিডিও মনোজিৎ বাসু, নিমপীঠ আশ্রমের স্বামী সদানন্দ মহারাজ, খান জিয়াউল হক প্রমুখ।

■ মঙ্গলবার হুগলির শ্রীরামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দময়ী ভবনে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান গিরিধারি সাহ, পুরপারিষদ সন্তোষ সিং-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯১

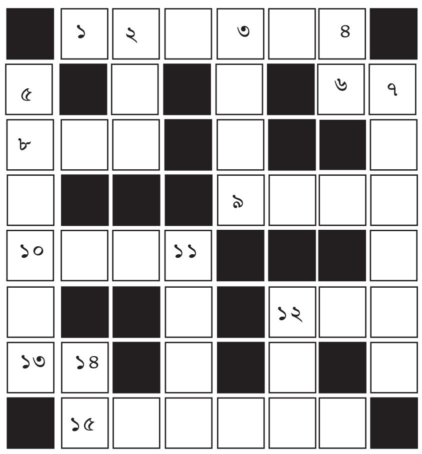

পাশাপাশি : ১. ফাগুয়া ঝাণ্ডা ৬. গুজব ৮. লুণ্ঠ, চুরি ৯. সম্পূর্ণ সজীব ১০. মস্তকহীন ১২. কোকিল, পিক ১৩. রাজা ১৫. কমও হয়নি বেশিও হয়নি এমন ভাবে, টায়টোয়।

উপর-নিচ : ২. হামাগুড়ি, ৩. ট্রেনে ঘুমন্ত যাত্রীর অভিনয় করে মালপত্র লুঠ করে যারা ৪. ফ্যাসাদ, ঝামেলা ৫.মরা ৭. চৌদ্দ-অক্ষরের সংস্কৃত ছন্দবিশেষ ১১. কোনওরকমে ১২. অশ্লীল বাক্য ১৪. বুদ্ধি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯০ : পাশাপাশি : ২. বিধিনিষেধ ৫. বেরাদার ৬. চমস ৭. কলতান ৯. পলস্তারা ১২. প্রহরী ১৩. ক্ষয়কাশ ১৪. সমাহরণ। **উপর-নিচ :** ১. গ্রৈবেয়ক ২. বিরচন ৩. নিঃসম্বল ৪. ধমিল ৮. তাপপ্রবাহ ৯. পরীক্ষণ ১০. রাজশক্তি ১১. অধ্যাস।

৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৫৬৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.১৪	৮৭.৬৪
ইউরো	১০৪.৯৫	১০২.৯৮
পাউন্ড	১২১.১৭	১১৮.৯১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নুসরত

■ কোয়েল

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

উত্তরবঙ্গে উষ্ণ-অভ্যর্থনা মুখ্যমন্ত্রীকে • পঞ্চানন বর্মাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র : মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

জড়িয়ে না পড়েন। এদিকে, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের আইজি, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারকে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন। কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হলে প্রথম থেকেই কড়া হাতে মোকাবিলা করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতেই ডিজিপি সরাসরি দার্জিলিংয়ের এসপি এবং সীমান্তবর্তী অন্যান্য জেলার পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন সকালে নেপালের কাঁকরভিটা সীমান্তের ওপারে টায়ার জ্বালানোর ঘটনা ঘটতেই দার্জিলিংয়ের এসপি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ ফোর্স, র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। পাশাপাশি মিরিক সংলগ্ন পশুপতিনগর, পানিট্যাঙ্কি এবং কাঁকরভিটা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে ইন্টেলিজেন্স নজরদারি।

মান্যতা পাক ভোটার কার্ড

প্রতিবেদন : আধার কার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এসআইআর-এ। এবার মান্যতা পাক ভোটার কার্ডও। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই দাবি তুলে দিলেন। তিনি বলেন, আধার কার্ড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমি মনে করি পিক কার্ডকেও এসআইআরে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ ভোটার কার্ডও একটি পরিচয়পত্র।

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, আমরা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে। তিনজন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, এসআইআর করতে দু'-তিনবছর সময় লাগে, হঠাৎ করে করা যায় না। আমাদের দলের অবস্থান স্পষ্ট এবং সেটা ইন্ডিয়ার অবস্থানের সঙ্গে একই। এদিন তিনি জানিয়ে যান, জেলাশাসকদের সঙ্গে আমার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক আছে এবং পাট্টা বিতরণও আছে। বুধবার আমি জলপাইগুড়ি যাব। আমাদের কাছে ১১,০০০ পাট্টা প্রস্তুত আছে। উত্তরবঙ্গের জন্য বাড়ি তৈরির পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

10 September, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হিমালয়ের দেশে

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর ভারতের আর একটি প্রতিবেশী রাজ্য উত্তপ্ত। নেপাল এর আগেও বারবার উত্তপ্ত হয়েছে, নানা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে। কিন্তু এবার পরিবেশ অন্যরকম। যেহেতু বাংলার উত্তরবঙ্গের বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে সীমান্ত এলাকা বাংলা ও নেপালের, তাই চিন্তা থাকা স্বাভাবিক। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরের সফরে যাওয়ার মুখেই তাই বলেছেন, শান্তি বজায় রাখুন। সাবধানে থাকুন। সেই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি সামালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি ইতিমধ্যে সেই কাজটা সুচারুভাবে করছেন। নেপাল নিয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেছেন, এ-ব্যাপারে কেন্দ্র যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই বাংলা মেনে চলবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কী নেপালের? ফের রাজতন্ত্রে ফেরা? নাকি গণতন্ত্র না সেনাশাসন! উত্তর কারওরই জানা নেই। নেপালের মানুষই তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন। সকলেই চান নেপালে শান্তি ফিরে আসুক। সুস্থ পরিবেশ ফিরুক। গণতন্ত্র ফিরে আসুক। রক্ত, খুন কখনও কোনও সমস্যার সমাধান নয়। নেপালের বহু মানুষ এই বাংলা এবং দেশে থাকেন। তাঁরাও উদ্বিগ্ন দেশ নিয়ে। এত সংঘাতের মাঝেও সকলের প্রার্থনা, আর রক্তক্ষয় নয়, এবার শান্তি ফিরুক হিমালয়ের দেশে।

e-mail থেকে চিঠি

আর কত নাটক দেখব!

কৈলাস থেকে সপরিবারে মা দুর্গা মর্তে আসছেন প্রায় এগারো মাস পর, এ মাসের শেষে। তাঁকে বরণ করে নিতে সাজ-সাজ রব বাংলা জুড়ে। মায়ের আতিথেয়তায় কোথাও যেন সামান্য ত্রুটিও না থাকে, প্রায় শেষলগ্নে তারই প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র। অন্য এক প্রস্তুতি চলছে উত্তর-পূর্বের পাহাড়ঘেরা ছোট্ট রাজ্য মণিপুরেও। তবে মায়ের জন্য নয়, এক স্বঘোষিত 'অবতার' বা 'বিশ্বগুরু'র সম্ভাব্য আগমন উপলক্ষে। লোকে তাঁকে জানে নরেন্দ্র মোদি নামে। শোনা যাচ্ছে, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি মণিপুর সফর করবেন। মা আসছেন প্রায় এগারো মাস পরে, চার দিনের জন্য। হিংসাদীর্ণ মণিপুরে প্রধানমন্ত্রী মোদির যেতে সময় লেগে গেল ২৯ মাস! তাও কয়েক ঘণ্টার জন্য! এই ধরাতলে মা বিরাজ করবেন সর্বত্র। কিন্তু 'ঈশ্বরের বরপুত্র'র সঙ্গে কঠোর নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। তাই কুকি অধ্যুষিত চূড়াচাঁদপুর এবং ঐতিহাসিক কাংলা দুর্গে ভাষণ দিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করবেন মোদি। তবে সংক্ষিপ্ত হলেও যেন রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়েছে। ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে রাস্তাঘাটের সৌন্দর্যায়ন, কাংলা দুর্গে ত্রিভুজাকৃতি মঞ্চ তৈরি করা, রাস্তার ডিভাইডারে রঙের প্রলেপ, সাধারণ মানুষের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে মণিপুরের আকাশে-বাতাসে যেন মোদির 'আগমনি'-র সুর বাজতে শুরু করেছে! ২০২৩ সালের মার্চ থেকে মণিপুরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। একদিকে মেইতেই সম্প্রদায়, অন্যদিকে কুকি জনগোষ্ঠী। এই দুই জাতিগোষ্ঠীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ২৯ মাস ধরে মণিপুরের স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত স্তব্ধ। গত প্রায় আড়াই বছরে সেখানে সংঘর্ষে অন্তত ২৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ঘরছাড়া অন্তত ৬০ হাজার মানুষ। এই পরিস্থিতির জন্য মণিপুরের বিজেপি সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে বারবার। যার জেরে পদত্যাগ করতে হয়েছে সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে। গত ছ'মাস ধরে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি রয়েছে। বারুদের স্তূপের উপর বিরাজ করছে আপাত শান্তি। অশান্ত মণিপুরের বিধ্বস্ত মানুষের পাশে একবার গিয়ে দাঁড়ান প্রধানমন্ত্রী— শুরু থেকেই এই দাবি উঠেছে সর্বত্র। তখন তাতে কর্ণপাত করেননি মোদি। শান্তির বার্তা দিতে প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফরের আগেই 'রাজ্যের পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে' বোঝাতে মোদি সরকার চুক্তি করলেও তা কতটা স্থায়ী হবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যের নাগরিক সমাজও যেন এই বিভাজনের শরিক হয়ে পড়েছে। এর মূল কারণ চূড়ান্ত রাজনৈতিক সংকট। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রপতি শাসন এই ধারণাকে আরও সম্পৃক্ত করেছে। তাই মোদির কয়েক ঘণ্টার সফর, শান্তির বার্তা, কুকিদের সঙ্গে রাস্তা খোলার চুক্তি বা হয়তো আরও কোনও রঙিন প্রতিশ্রুতিতে মণিপুরের 'রক্তক্ষরণ' বন্ধ হওয়া মুশকিল।

— ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মাতৃভাষায় 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'

হ্যাঁ! বাঙালির গর্বের মায়ের আরাধনা। বাঙালির ঐতিহ্যের মতোই বাংলায় দুর্গাপুজোর ইতিহাস বস্তুত সুদীর্ঘ এবং পরিবর্তনশীল। অকালবোধন থেকে শুরু করে জমিদার বাড়ির প্রাচীন পুজো— সবই রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে গত কয়েক বছরে নতুন রূপ পেয়েছে। লিখছেন **শ্রেয়া বসু**

ধূম্রনেত্র বধে দেবী ধর্ম কামার্থ দায়িনী।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

শরৎ-এর পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর দুগ্ধশুভ্র কাশফুলের দিকে তাকালেই বাতাস জুড়ে শুধুই দুর্গাপুজার মৃদু গন্ধ— আমাদের দুর্গাপুজো, উৎসবের আনন্দ ও উন্মাদনায় মাতোয়ারা হয়ে থাকা শত-সহস্র বাঙালির দুর্গাপুজো। এ-যেন বাঙালিয়ানার মোড়কে শিউলি-শুভেচ্ছা। হ্যাঁ! বাঙালির গর্বের মায়ের আরাধনা। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে সন্ধ্যার পাখিদের মতো বাসায় ফিরছে বিদেশ-বিভুঁইয়ে থাকা প্রবাসীরা। উৎসবের আনন্দে গন্ধ শুধুই বাঙালিয়ানার। যদিও কর্মসূত্রে বিদেশে বসবাসকারী বাঙালিরাও কিন্তু নিজস্ব প্রথা মেনে দুর্গাপুজো জমিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্ব জুড়ে বাঙালির দুর্গাপুজোর প্রভাব বেশ গভীর, শিকড়ের টানের মতো।

হিন্দু ধর্মীয় কোনও কাজই শাস্ত্র-বহির্ভূত নয় সেটা আজ অজানা নয়। তবে বাঙালি ঐতিহ্যের মতোই বাংলায় দুর্গাপুজোর ইতিহাস বস্তুত সুদীর্ঘ এবং পরিবর্তনশীল। অকালবোধন থেকে শুরু করে জমিদার বাড়ির প্রাচীন পুজো— সবই রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে গত কয়েক বছরে নতুন রূপ পেয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে দুর্গার মহিষাসুর বধ এই পুজোর মূল ভিত্তি। বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজো শুরুর পর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এই প্রথা শুরু করেন। পরবর্তীকালে, কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরী এবং রাজা নবকৃষ্ণ দেব দুর্গাপুজো শুরু করেন এবং ১৯ শতকে এটি একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতায় বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। ১৯১০ সালে ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট রোডে ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে বারোয়ারি দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়। এই পুজো আজও সগৌরবে হয়ে আসছে। নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায় দুর্গোৎসব বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসব উদযাপনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ শামিল হন। বাড়ে কর্মসংস্থান। বাংলার আবেগেই সমস্ত মানুষ একত্রিত হন। আর সেই মিলনে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সেরা দিকগুলি প্রতিনিয়ত নতুনভাবে মেলে ধরছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার দুর্গোৎসব তথা শারদোৎসবের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে উদ্যোগী হয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। ১৫ ডিসেম্বর 'হেরিটেজ' তকমা পায় কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সেরা প্রাণের উৎসব।

মায়ের উপাসনার মূল ভিত্তি হল কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত এবং বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্তমানে দুর্গাপ্রতিমার বিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও গৌরবময় মূল পুজো পদ্ধতি কিন্তু মমতাময়ী ছায়ায় আজও অপরিবর্তিত। ঐতিহাসিক ২০১১! এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহিমান্বিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালীদের দুর্গাপুজো সময়ের সঙ্গে সর্বসাধারণের হয়ে উঠেছে। তাঁর মৃদু হাতের ছোঁয়ায় প্যান্ডেল-আলো-থিম-বিনোদন, আধ্যাত্মিক ও অন্তরের প্রাণশক্তি ক্রমশ নতুন দিগন্ত খুঁজে পাচ্ছে। তবে এবারের দুর্গাপুজো অনন্য। থিম 'বাংলা ভাষার অসম্মান নয়, বাঙালির হেনস্থা নয়'। দেশ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় যখন বাংলা ভাষা ও বাঙালির বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্য ও অপমানজনক আচরণের খবর শিরোনামে, তখন বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসবকেই প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শহরের দুই প্রাচীন দুর্গাপুজো কমিটি এবার তাদের থিমের মূল ভিত্তিই বেছে নিল বাংলা ভাষা। বর্ষার দিনে চপ-মুড়ি সহযোগে আড্ডা বাঙালির অনন্ত প্রেম। তৃপ্তির উৎস। সেই থিম অবলম্বন করেই হচ্ছে এবারের মাতৃবন্দনা। গত কয়েকশো বছরে বাংলা হরফের বিবর্তন, শুরুর যুগের চর্যাপদের বিবর্তন হয়ে আজকের বাংলা ভাষাই তাদের এবারের পরিকল্পনা।

তবে এত কিছুর মধ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'। কলকাতায় বসবাসকারী অবাঙালির সংখ্যা নেহাত কম নয় তাই বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবে অবাঙালিদের দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। দুর্গাপুজো তাঁর কাছে সৌহার্দের বার্তা। তবে এর মাঝেই এবার দুর্গাপুজোই হতে চলেছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় প্রচারমাধ্যম। পালাবদলের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পুজো উদযাপনকে নতুন মাত্রা দেওয়ার পাশাপাশি কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন স্থানে পুজো কার্নিভালের সূচনা করেছেন। ২০২১ সালে ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে Intangible Cultural Heritage বা অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়ায় তাঁর মর্যাদা রক্ষাতেই মুখ্যমন্ত্রীর নতুন পরিকল্পনা 'দুর্গাঙ্গন'। এ-যেন শুধু একটি স্থাপনা নয়, হতে চলেছে বাঙালির উৎসব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক স্থায়ী আস্তানা। এই কেন্দ্র যে দেশ-বিদেশের পর্যটক টানবে এবং দুর্গাপুজোকে ঘিরে রাজ্যের অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্পকে নতুন গতি দেবে সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অতএব ভালর আলোতে মগ্ন থাকার উৎসবে বাংলায় ঐতিহ্যের রাংতায় মুড়ে আলোকিত হোক অন্ধকার অলিগলি। উৎসবের মধ্যে পরশপাথর খোঁজার মতো মানুষ খুঁজে নিক স্নিগ্ধতা, পথের পাঁচালীর অপু-দুর্গার সেই চিরন্তন স্নিগ্ধতা। অপার সারল্যে তাঁরা ছুটে চলেছে ধোঁয়া-ওঠা ট্রেন লক্ষ্য করে। অধরাকে ছুঁতে না পারলেও ওই দৌড়েই তাদের আনন্দ। ঠিক তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বাঙালি সত্তার অবস্থান অন্তরের অন্তঃপুরে। সেই পথ পর্যন্ত পাড়ি দেওয়ার রাস্তা খুঁজে দেয় উৎসব। নির্দ্বিধায় খুঁজে নেয় আমাদের মনের ভিতরের সারল্য মাখানো অপু-দুর্গাদের। নস্টালজিয়া, প্রেম, বিস্তীর্ণ মাঠ, কাশফুল আর শৈশবের সাক্ষী থেকে যায় এই উৎসব। কালের নিয়মে অপু-দুর্গারা হারিয়ে যায় যান্ত্রিকতার ভিড়ে, মুঠোফোনে বন্দি হয়ে যায় শৈশব। উৎসব হয়ে ওঠে ব্র্যান্ডেড জামা-কাপড়ের সমাহার, দামি রেস্তোরাঁয় স্পেশ্যাল ডিশ। তারপরে নিমেষেই সব হারিয়ে আবার বিষণ্ণতা ঘিরে ধরে মনকে। টিকে যায় শুধুই বাংলা, বাঙালিয়ানা আর চিরন্তন বাঙালি ঐতিহ্য, পরম্পরা।

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস ও আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

আটকানো যাবে না দেহ, নির্দেশ স্বাস্থ্য কমিশনের

প্রতিবেদন : মৃত্যুর পর কোনওভাবেই মৃতদেহ আটকে রাখা যাবে না! রোগীর পরিবার বিল পরিশোধ করতে না পারলেও দেহ বাধ্যতামূলকভাবে পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে। বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমগুলির জন্য এমনই কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রোগীর মৃত্যুর সর্বোচ্চ পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে। এই নির্দেশ না মানলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল থেকে শুরু করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত আরও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বিল মেটানো হয়নি বা মেডিক্লেমের টাকা হাতে আসেনি— এমন নানা অজুহাতে বেসরকারি হাসপাতাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতদেহ আটকে রাখে। এতে মৃতদেহ পচে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। হেনস্থার শিকার হচ্ছেন পরিবার-পরিজন। এই প্রবণতা আর সহ্য করা হবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। শুধু ব্যতিক্রম হিসেবে বলা হয়েছে, যদি মৃতের পরিবার লিখিতভাবে অনুরোধ জানায় যে দেহ কিছু সময় মর্গে রাখা হোক, সেক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছাড় দিতে পারবে। কিন্তু হাসপাতাল নিজস্ব কারণে দেহ আটকে রাখা একেবারেই চলবে না। দেহ হস্তান্তরে কোনও কারণে দেরি হলে, তা উপযুক্ত পদ্ধতিতে জানাতে হবে পরিবারকে। দেহে পচন ধরলে তার দায়ও নিতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

ফের জবাব দেবে বাংলা

প্রতিবেদন : বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ডোরিনা ক্রসিংয়ে লাগাতার প্রতিবাদ-আন্দোলন-ধরনা চলছেই। আজও এই মঞ্চ থেকে বিজেপির এই বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। সঙ্গে ছিলেন আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও। দফতরের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা বলেন, বিজেপি বাংলার উপর নানাভাবে অত্যাচার করছে। বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করছেন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে জবাব দিতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় মানে বাংলার জয়। মঞ্চে উপস্থিত তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাংলার মানুষ তাঁদের মাতৃভাষার ওপর অত্যাচার মেনে নেবে না। আমাদের প্রতিবাদ চলছে-চলবে। ভাষাসন্ত্রাস-সহ এদিন একগুচ্ছ ইস্যুতে বিজেপিকে ধুয়ে দিয়েছেন চন্দ্রিমা। তিনি বলেন, আমাদের সরকার মা-মাটি-মানুষের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝেন। তাঁদের পাশে থাকেন। রাজ্য সরকার পুজোর অনুদান দেয়, কিন্তু কোনওদিন মণ্ডপে নিজের ছবি লাগাতে বলেননি। অথচ দিল্লিতে দেখুন, কত না অনুদান দেবেন! সেইসঙ্গে শর্ত হল, প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখতে হবে। এই তো ওদের চেহারা!

দুই কবি স্মরণে এক প্রদর্শনী

■ দুই কবি স্মরণে প্রদর্শনীতে জয় গোস্বামী, শক্তি-জায়া মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

প্রতিবেদন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দুই কবি। দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সমবয়সী কবি-বন্ধুর সঙ্গে মিলে শাসন করতেন মধ্যরাতের কলকাতা। তাঁরা প্রথম যৌবনেই মিথ। গদ্য ও পদ্যের দুয়ারে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিলেন, সন্নিষ্ঠ পাঠক সচকিত হয়েছিলেন। বাংলা কবিতা যখন রক্তহীনতায় ভুগছিল, এই দুই কবি তার শিরায় রক্ত ঢেলেছিলেন। বদলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতার ভাষা। ঘটিয়েছিলেন বাঁকবদল। দু'জনেই আছেন পাঠকের হৃদয়ে।

মঙ্গলবার, গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় সূচনা হল এক প্রদর্শনীর। শিরোনাম 'সুন্দর রহস্যময়'। উদ্বোধন করে কবি জয় গোস্বামী বলেন, পনেরো বছর বয়সে আমি এই দুই কবির নাম একসঙ্গে শুনি। ছাপ্পান্ন বছর কাটিয়ে আজও এই নাম দুটি বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা একসঙ্গে শুনতে পান। খুব আশ্চর্যের ঘটনা যে, বাংলা সাহিত্যের জলহাওয়ায় নাম দুটোকে সমানভাবে ভেসে বেড়াতে দেখা যায় আজও। একেই অমরত্ব বলে। একজন তিরিশ বছর আগে, আরেকজন তেরো বছর আগে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের চলে যাওয়ার কোনও ছাপ পড়েনি, কারণ, তাঁরা যা লিখে গেছেন, তা হৃদয়ে থেকে গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শক্তি-জায়া মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, কবি অভীক মজুমদার, নাট্য ব্যক্তিত্ব মেঘনাদ ভট্টাচার্য, অভিনেতা সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে সৌমিত্র মিত্র। আয়োজনে আবৃত্তিলোক।

■ ত্রিধারা পুজো কমিটির শারদ সাহিত্য সঙ্কলন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রচেত গুপ্ত, দেবাশিস কুমার, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, শুভাপ্রসন্ন, সুধাংশু দে, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মঙ্গলবার সুদেশ ভবনে।

পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের পাশে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: পুজোর আগে উপহারের ডালি সাজিয়ে দিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। সাগর বিধানসভার বেশ কয়েকজন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনার জন্য নিজের ভাতা থেকে আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন তিনি। মঙ্গলবার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রুদ্রনগর এলাকায় সাগর ব্লকের ২৪টি স্কুলের মোট ৪৭ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনা জন্য মাথাপিছু দুই হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করেন। সাগরের বিডিও কানাইয়াকুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ-সভাপতি স্বপন প্রধান ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে। মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা তিনি বলেন, বঙ্গোপসাগরের একদম শেষ প্রান্তে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ গঙ্গাসাগর। সাগরদ্বীপের মানুষদের রুজি-রুটি বলতে চাষবাস এবং নদীতে মাছ ধরা। সাগর বিধানসভার ২৪টি স্কুলের ৪৭ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা চিহ্নিত করি। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যেতে যতটা পারলাম সাহায্য করলাম। অর্থের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে না পিছিয়ে পড়ে সেদিকেই আমরা বিশেষ করে নজর দিয়েছি।

সক্রিয় হচ্ছে মৌসুমি অক্ষরেখা

প্রতিবেদন : রাজ্যে ফের সক্রিয় হয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা। এর জেরে আবার ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। এমনকী পুজোর সময়ও বৃষ্টিতে ভিজতে পারে শহর তথা শহরতলি। তবে আপাতত দক্ষিণের জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে জলীয় বাষ্প প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। এদিকে উত্তরের জেলায় রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার আলিপুরদুয়ারে অতিভারী বৃষ্টি, বাকি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃহস্পতিবারও একইভাবে পাঁচ জেলায় প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। এর ফলে ধস ও জল জমার আশঙ্কা রয়েছে পাহাড়ি ও সমতল এলাকায়।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বারুইপুরের ছায়ানী এলাকায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা-ভর্তি এক ব্যবসায়ীর ব্যাগ ছিনতাই। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে গঠিত হয় সিট। মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হল অভিযুক্ত ২ দুষ্কৃতীকে। উদ্ধার ৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা

শিশুচুরিতে পুলিশের জালে বিজেপি নেত্রী

পিঙ্কি বারুই।

প্রতিবেদন : দিদার কোল থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল সদ্যোজাত। আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে সেই শিশু চুরির ঘটনায় গ্রেফতার করা হল বিজেপি নেত্রীকে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাওড়ার আমতায়। ধৃতের নাম পিঙ্কি বারুই। তিনি আমতা থানার মিক্ষিচক গ্রামের বাসিন্দা। গত পঞ্চায়েত ভোটে মিক্ষিচক পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন পিঙ্কি। হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে ৬ ঘণ্টার মধ্যে শিশুটিকে উদ্ধার করল পুলিশ। গত ৩০ অগাস্ট আমতার একটি নার্সিংহোমে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়ার পর প্রসূতি মন্দিরা বাগ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর গত ৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। মঙ্গলবার হাসপাতালের বেড থেকে শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঘুরছিলেন তার দিদা। অভিযোগ, দুপুর ১টা নাগাদ এক মহিলা শিশুটিকে তার দিদার কাছ থেকে চেয়ে নেন দেখভালের জন্য। জানান, এই কাজের জন্যই হাসপাতাল থেকে টাকা পান। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটিকে নিয়ে উধাও হয়ে যান ওই মহিলা। ঘটনা জানাজানি হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আমতা হাসপাতাল চত্বরে।

পুলিশের ও জেলা স্বাস্থ্য দফতর ঘটনার তদন্ত শুরু করে। দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় লাল কাপড় পরা এক মহিলা শিশুকে নিয়ে টোটোয় চেপে চলে যাচ্ছেন। তদন্তে নেমে পুলিশ বিজেপি নেত্রী পিঙ্কির সন্ধান পায়। সন্ধ্যায় পিঙ্কির বাড়িতে আচমকা হানা দিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। গ্রেফতার করা হয় পিঙ্কিকে। পিঙ্কির দাবি, কোনও সন্তান না হওয়ায় সে শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসে। তদন্তকারীরা জানান, এই চক্রের মূল চক্রী পিঙ্কি। তার সঙ্গে এই চক্রে আরও কয়েকজন যুক্ত আছে। তাদের খোঁজ চলছে। হাসপাতালের কোনও কর্মী জড়িত আছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উদ্ধারের পর শিশুটিকে রাতেই তার মায়ের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হারানো শিশুকে ফিরে পেয়ে বেজায় খুশি আমতার চন্দ্রপুর গ্রামের বধূ মন্দিরা বাগ।

‘তেজস্বিনী’ কর্মসূচি, ছাত্রীদের আত্মনির্ভরতার পাঠ পুলিশের

সংবাদদাতা, হাওড়া: নারীদের আত্মনির্ভর করার জন্য বারবার উৎসাহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই উদ্দেশ্যেই স্কুলে স্কুলে ছাত্রীদের আত্মরক্ষার পাঠ দিচ্ছে পুলিশ। এবার হাওড়া সিটি পুলিশের উদ্যোগে ‘তেজস্বিনী’ কর্মসূচির এই চতুর্থ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শুরু হল। মঙ্গলবার লিলুয়ার অগ্রসেন বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শুরু হল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, বিধায়ক ও বালির পুর প্রশাসক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী, প্রশিক্ষক ও কাউন্সিলর মৌসুমি পাল। এই কর্মসূচিতে এবার প্রায় ৪০০ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই শিবিরে ক্যারাটে ও মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে হবে ছাত্রীদের তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এমনকী মানসিক দৃঢ়তা তৈরি এবং পাল্টা জবাবের পাঠও শেখানো হচ্ছে। অভিভাবকদেরও এই কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী জানান, এর আগে আমরা এইরকম তিনটি প্রশিক্ষণ শিবির করেছি। এটা চতুর্থ শিবির। প্রথম দিনেই ছাত্রীরা আশাতীতভাবে সাড়া দিয়েছে। ১০ দিনের প্রশিক্ষণের শেষে ক্যারাটে ও মার্শাল আর্টের সাহায্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ছাত্রীরা তৈরি হয়ে যাবে। আগামী দিনে এই ধরনের শিবির জেলার অন্যান্য জায়গায় আরও চলবে।

লিলুয়ায় তেজস্বিনী কর্মসূচি। ছিলেন গৌতম চৌধুরি, ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ ত্রিপাঠী-সহ অন্যরা।

গ্রামোন্নয়নে বরাদ্দ ১৪০০ কোটি টাকা

প্রতিবেদন : গ্রামোন্নয়নে বাড়তি নজর দিল রাজ্য। এলাকার উন্নয়ন খাতে বাড়তি ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে। সম্প্রতি গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে অতিরিক্ত ১,৪০০ কোটি টাকা খরচের টার্গেট নিয়েছে নবান্ন। ইতিমধ্যেই নাবার্ড রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছে, ওই পরিমাণ টাকার অনুমোদন দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে এই বরাদ্দ আরও বাড়বে। সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আরআইডিএফ নিয়ে নাবার্ড কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে নাবার্ড রাজ্যের গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপগুলির ভূয়সী প্রশংসা করে। বিগত বছরগুলিতে আরআইডিএফ খাতের বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিয়েও আলোচনা হয়। প্রতিবছর নাবার্ড প্রাথমিক ভাবে একটি অঙ্ক ধার্য করে রাজ্যের জন্য। এবছর সেই অঙ্ক ১,৪০০ কোটি টাকা। এই অর্থে কোন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে, তা ধাপে ধাপে জানাবে রাজ্য সরকার। তারপর নাবার্ডের অনুমোদন পেলেই শুরু হবে কাজ। বর্তমানে ১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্প ও প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা— এই খাতের অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্র আটকে রেখেছে। ফলে বিকল্প তহবিল থেকে নিজস্ব প্রকল্প চালাচ্ছে রাজ্য। নতুন করে নাবার্ডের বরাদ্দ গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করবে। রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নাবার্ডের এই বাড়তি অর্থ বরাদ্দ গ্রামীণ অবকাঠামো, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আবেদনকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হল প্রতীকী ভাণ্ডার

সংবাদদাতা, বসিরহাট : আবেদনেই মিলছে স্বপ্নপূরণের আশ্বাস। রাজ্য সরকারের নয়া প্রকল্প ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’-এ অভিনব উদ্যোগে নজর কাড়ল সুন্দরবনের পঞ্চায়েত প্রশাসন। ক্যাম্পে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করতে আসা ‘লক্ষ্মী’দের হাতে তুলে দেওয়া হল মাটির ঘট বা প্রতীকী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। সঙ্গে মিষ্টিমুখ করিয়ে মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হল একটি করে লাল গোলাপও। মঙ্গলবার বসিরহাটের হাড়োয়া ব্লকের শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪০, ৪১ ও ৪২ নং বুথ নিয়ে কাকুড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সেখানে স্থানীয় মানুষ পানীয় জল, রাস্তার আলো ও হালহকিকত-সহ একাধিক অভিযোগ জানান। সেই ক্যাম্পেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আবেদন করতে আসা মহিলাদের হাতে শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তুলে দেওয়া হয় মাটির তৈরি ভাণ্ডার বা ঘট। আগামী দিনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে মহিলাদের আরও স্বাবলম্বী করতে এই উদ্যোগ। ক্যাম্পে ছিলেন হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা, ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনিমেষ পাল, প্রধান প্রতিনিধি ফরিদুল ইসলাম, পঞ্চায়েত-প্রধান ফিরদৌসি খাতুন বিবি, উপপ্রধান অবনী মণ্ডল-সহ অন্যরা। আব্দুল খালেক মোল্লা বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প। মহিলাদের কাছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কার্যত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমান। সেই প্রকল্পে মহিলাদের আরও উৎসাহিত করতেই আমাদের এই উদ্যোগ।

মহিলাদের দেওয়া হচ্ছে প্রতীকী ভাণ্ডার।

পুলিশি তৎপরতায় হারানো ছেলেকে ফিরে পেল পরিবার

সংবাদদাতা, বসিরহাট : পুলিশি তৎপরতায় হারানো ছেলেকে ফিরে পেল তাঁর পরিবার। ৬ মাস পর ছেলেকে পেয়ে পুলিশের ভূমিকায় খুশি উত্তরপ্রদেশের সেই পরিবার। ধন্যবাদ জানালেন পুলিশকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা সনু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সনুর হদিশ পায়নি। এভাবেই মাস ছ'য়েক কেটে যায়। এর মধ্যে সনু ভুল করে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জে। স্থানীয়রা তাঁকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে আসে। বাড়ির ঠিকানা জানার পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা। পাঠানো হয় ছবি ও নথিপত্র। তারপর পরিবারের তরফে সনুর কাগজপত্র হিঙ্গলগঞ্জ থানায় পাঠানো হয়। এরপর তাঁর বাবা, মা ও বড় ভাই আসেন হিঙ্গলগঞ্জ থানায়। সনুকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয় হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। ছেলেকে ফিরে পেয়ে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানায় সনুর পরিবার।

পুশব্যাকে তাড়া কেন, কেন্দ্রকে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশে পাঠাতে কেন্দ্রের এত তাড়াহুড়ো কীসের? মঙ্গলবার কেন্দ্রকে সেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে কেন্দ্র একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে। আদালতের প্রশ্ন, ২৬ জুন বাংলাদেশে পাঠানোর মাত্র দু'দিন আগে তাদের আটক করা হয়। কেন্দ্র মাত্র দু'দিনে কীভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বাংলাদেশি। আইন মোতাবেক অন্তত ৩০ দিন আটক রেখে তদন্তের প্রয়োজন। কেন সেই আইন মানা হল না? ফেরত পাঠাতে এত তাড়াহুড়ো কেন? কেন্দ্রকে প্রশ্ন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর। বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি, স্বামী দানিশ শেখ এবং তাঁদের এক পুত্রসন্তান দিল্লির রোহিণী এলাকার ২৬ সেক্টরে থাকতেন। তাঁদের বস্তির ঘর আটক করেছিল দিল্লির কেএন কাটজু মার্গ থানার পুলিশ। সোনালির গোটা পরিবারকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদ ঘোষাল বাড়িতে

সংবাদদাতা, হুগলি : বাংলা ভাষায় কথা বলে ভিন রাজ্যে গিয়ে হেনস্থা হতে হচ্ছে বাঙালিদের। এর জেরে প্রতিবাদ হচ্ছে সর্বত্র। এবার এই প্রতিবাদের রেশ পুজোর আঙিনাতেও। কোন্নগরের ঘোষাল বাড়ির ৫৭১ বছরের পুরনো পুজোয় উঠে আসছে বাংলা ভাষার গুরুত্ব, একইসঙ্গে বাইরের রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ। ১৪৫৪ সালে জমিদারি পায় হুগলির ঘোষাল পরিবার। তখন থেকেই রাজবাড়ির ঠাকুর দালানে আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনার সূত্রপাত। তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকার স্বীকৃতি দিয়েছিল ঘোষাল বাড়ির দুর্গোৎসবকে। ব্রিটিশ সরকারের থেকে বিশেষ অনুদানও আসত এই পুজোয়। পুজোর দিনে ঠাকুর দালানে নাটক, যাত্রাপালার আসর বসে। একটা সময় দুর্গাপুজোয় এখানে এসে গান গেয়েছেন ওস্তাদ বুরদুল খান, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা। সেই রীতি চলছে আজও। বাড়ির এক ছোট সদস্যা জানাচ্ছেন, এবারের পুজোয় বাংলা ভাষা,বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা তুলে ধরা হবে আমাদের নাটকের মধ্যে দিয়ে। আর বাঙালিদের উপর যেভাবে ভিন রাজ্যে অত্যাচার করা হচ্ছে সেটাও তুলে ধরা হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পারিবারিক পরম্পরাও চলছে পুরোদমে। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন থেকে বিসর্জন সবটাই নিয়ম মেনে পালন করা হয়। পুজোয় দোকানের মিষ্টি ব্যবহার করা হয় না। বাড়ির মহিলারাই নাড়ু তৈরি করেন। তাই দিয়েই হয় ঠাকুরের প্রসাদ। অষ্টমীর দিনে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালান বাড়ির পুরুষরা। দশমীর দিন দেবীকে ইলিশ মাছের বিশেষ ভোগ দেওয়ার রীতি রয়েছে। কনকাঞ্জলি দিয়ে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন বাড়ির মহিলারা। দশমীর দিন সকাল বেলাতেই মায়ের বিসর্জন দেওয়া হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রতুয়ায় দুঃসাহসিক চুরি। সোমবার গভীর রাতে আমজাদ আলির মোবাইলের দোকানের টিনের চাল ও ফলস সিলিং কেটে ভেতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা

আমার বাংলা
10 September, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

সাধারণের কথা শুনলেন মন্ত্রীরা

■ রায়গঞ্জে শিবির ঘুরে দেখছেন প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান।

■ নকশালবাড়িতে মাটিতে বসেই সমস্যা শুনছেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

ব্যুরো রিপোর্ট : সাধারণ মানুষ বলছেন, শুনছে প্রশাসন। হচ্ছে দ্রুত সমাধান। শুরুর পর থেকেই রাজ্যজুড়ে প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। প্রতিদিনই রাজ্যের জেলাগুলিতে যাচ্ছেন বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীরা। শিবিরে সাধারণ মানুষের কথা শুনছেন তাঁরা। মঙ্গলবার নকশালবাড়িতে ছিলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। শিবির ঘুরে দেখে পরিষেবা নিতে আসা প্রত্যেকের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আপনারা বলবেন। মাটিতে বসেই সাধারণ মানুষের কথা শোনেন তিনি। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরের ৪২ নম্বর হরিরামপুরে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। গোটা শিবির ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন প্রত্যেকের সঙ্গে। শিবিরে মন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, বংশীহারি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গণেশ প্রসাদ-সহ অন্যান্যরা। রায়গঞ্জের শিবিরে ছিলেন প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান। শিবিরে পৌঁছে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের সমস্যা শুনে দ্রুত সমাধান করার জন্যই এই প্রকল্প করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য জুড়ে যে ৮০ হাজারের বেশি বুথ আছে, সব ক'টাতেই এটা হবে। সর্বাধিক ৩টে বুথ মিলে একটা ক্যাম্প চলছে যেখানে সরকারি কর্মীরা এলাকার মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন। এভাবে মোট ২৭ হাজারেরও বেশি ক্যাম্প করা হবে। প্রতিটি ক্যাম্পেই 'দুয়ারে সরকার'-এর পরিষেবাও পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের জন্য বুথপিছু ১০ লক্ষ করে টাকা করে মোট ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রদান করবে। মা-মাটি-মানুষের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি হিসেবে মঙ্গলবার উপস্থিত ছিলেন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের পর্যবেক্ষক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আখরুজ্জামান।

রাজবংশী উন্নয়নের সমস্ত খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার রাজবংশী মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রয়াণদিবস। রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজবংশীদের জন্য উন্নয়নের খতিয়ান পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষ, রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রয়াণদিবসে এই প্রবাদপ্রতিম মানুষকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। কিন্তু আমি মনে করি, এই মহান প্রাণের মৃত্যু নেই। তাঁর ভাবনা ও আদর্শ সারা দেশের মানুষকে আগেও উদ্বুদ্ধ করেছে, এখনও করছে, আগামীদিনেও উদ্বুদ্ধ করবে।

■ জনগণের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

মুখ্যমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে আরও লিখেছেন, এটা আমার গর্ব, তাঁকে সম্মান জানিয়ে আমরা তাঁর নামে কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মস্থান, খলিসামারির পুণ্যভূমিতে এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসও চালু হয়েছে। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর বাড়িকে সংস্কার করে 'পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র' নামে মিউজিয়াম স্থাপন এবং ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। রাজবংশী মানুষদের জন্যও আমরা অনেক কিছু করেছি— রাজবংশীকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কামতাপুরি, সাঁওতালি, কুরুখ প্রভৃতি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, রাজবংশী কালচারাল অ্যাকাডেমি, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি, কামতাপুরী ভাষা অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছে। প্রায় ২০০টি রাজবংশী স্কুলকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশে 'নারায়ণী'ব্যাটালিয়ন গঠন (হেডকোয়ার্টার-মেখলিগঞ্জ) করা হয়েছে। বাবুরহাটে মহাবীর চিলা রায়ের ১৫ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হয়েছে। কোচ-কামতাপুরী-রাজবংশী জনসাধারণের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে কোচবিহার শহরটিকে হেরিটেজ শহর হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্র-অবমাননা ধৃত বহিষ্কৃত ছাত্র

সংবাদদাতা, মালদহ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মান করার ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা এ বি সোহেলকে গ্রেফতার করল চাঁচল থানার পুলিশ। সোমবার রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে সোহেলের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের কথা জানায়। একইসঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয় চাঁচল কলেজ তৃণমূল ছাত্র ইউনিট। ধৃত সোহেলের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারা (১৮৯/২১, ১৯৬/৩৫২/৩৫৩/২১/৩২৬এফ/২৮৫/৩(৫)) রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে চাঁচল মহকুমা কোর্টে তুলে হেফাজতে নেওয়া হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। রাজ্য নেতৃত্ব সোমবারই সাফ জানায়, এ ধরনের কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না।

বিএসএফ বাঁচায় না, ফিরে এসে জানালেন আতঙ্কিত কৃষ্ণকান্ত

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিএসএফের চোখের সামনে তাঁকে একেবারে কাঁধে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা। কিছু করতে পারেনি সীমান্তরক্ষীরা। রাজ্যের চাপে পড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে ফেরানো সম্ভব হয় শীতলকুচির অপহৃত কৃষক কৃষ্ণকান্ত বর্মনকে। কী হয়েছিল? কীভাবে তাঁর ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা? বিএসএফের ভূমিকা— এসবই ফিরে এসে জানালেন কৃষ্ণকান্ত বর্মন। একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, কৃষিকাজ করতে তো কাঁটাতারের ওপারে যেতেই হবে! তবে নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। প্রসঙ্গত, কাঁটাতারের ওপারে জিরো খতিয়ানের জমিতে কৃষিকাজ করতে গেলে সোমবার শীতলকুচির মীরাপাড়ার গ্রামবাসীকে তুলে নিয়ে

■ কৃষ্ণকান্ত বর্মন।

যাওয়ার অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশের সিঙ্গিমারি এলাকার বাসিন্দাদের গবাদি পশু এসে জমির ফসল নষ্ট করায় প্রতিবাদ করেছিলেন কৃষ্ণকান্ত বর্মন। এরপরে বাংলাদেশের দিক থেকে আসা পাঁচ দুষ্কৃতী তাঁকে তুলে নিয়ে যায় বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে। সিঙ্গিমারি এলাকায় পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। এরপরে খবর পেয়ে আসে বাংলাদেশ পুলিশ ও বিজিবি। তাঁর নাম পরিচয় জানতে চাইলে কৃষ্ণকান্ত বর্মন অভিযোগ জানান কীভাবে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জমি থেকে। তবে বাড়ি ফিরে প্রশাসনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কৃষ্ণকান্ত।

নয়া শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন

সংবাদদাতা, মালদহ : সমগ্র শিক্ষা মিশনের আর্থিক সাহায্যে মালদহ চক্রের কাদিরপুর কিরণময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৈরি হলো দুটি আধুনিক শ্রেণিকক্ষ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নো ব্যাকবেঞ্চার আদলে নির্মিত এই কক্ষগুলির উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার। ২০ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মালদহ জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্মৃতি সুব্বা। সঙ্গে ছিলেন বাসন্তী বর্মন, মলয় মণ্ডল, নয়নকুমার দাস, ভরত ঘোষ প্রমুখ। মঙ্গলবার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে প্রথমবারের মতো পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিতি বাড়াতে ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে পরিচয়পত্রকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাসন্তী বর্মন ও মলয় মণ্ডল ছাত্র-ছাত্রীদের গলায় পরিচয়পত্র পরিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, বর্তমানে মোট ছাত্র-ছাত্রী ২৫৭ জন, প্রতিদিনই প্রায় ২০০ জন উপস্থিত থাকে বলে জানানো হয় স্কুলের তরফে। প্রসঙ্গত, স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়াতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্যের স্কুলগুলি। কোথাও উপস্থিতির হারে পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার। আবার কোথাও হচ্ছে শিবিরও। মালদহের শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধনও অভিনব ভাবনা। মায়ের আঁচল কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। এই ভাবনাকে প্রশংসা করেছেন অভিভাবকরাও।

■ শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধনে আধিকারিকরা। মঙ্গলবার মালদহে।

ট্রেনে করে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী গেলেন প্রচারে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : আসন্ন বাংলা চলচ্চিত্র দেবী চৌধুরানি-র প্রচারে মালদহ ও রায়গঞ্জে যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। সোমবার মালদহে এবং মঙ্গলবার রায়গঞ্জে ছিলেন তাঁরা। মঙ্গলবার রায়গঞ্জে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা ছবির গল্প, চরিত্র এবং নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। প্রসেনজিৎ জানান, এই ছবি কেবল বিনোদন নয়, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সামনে নিয়ে আসবে। শ্রাবন্তী বলেন, এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা আমার কাছে ভীষণই স্মরণীয়। প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস দেবী চৌধুরানি এবার বড় পর্দায়। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শুভ্রজিৎ মিত্র। এবারে পুজোয় মুক্তি পাবে শ্রাবন্তী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের এই ছবি। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আর হাতে গোনা দিন বাকি। তার আগে প্রচার চলছে জোরকদমে। রবিবার শুরু হয়েছে জয় ভৈরবী যাত্রা। শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বিনোদিনী থিয়েটার পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে প্রচার সেরেছিলেন পর্দার দেবী চৌধুরানি-ভবানী পাঠকরা। সঙ্গে ছিলেন ছবির বাকি কলাকুশলীরা। মঙ্গলবার, এই যাত্রার দ্বিতীয় অধ্যায়।

■ প্রচারের পথে প্রসেনজিৎ, শ্রাবন্তী ও বিবৃতি।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 September, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জেটিঘাটের রাস্তায় বড় ফাটল জেনেই ব্যবস্থা নিলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারে ২ নম্বর ব্লকের নুরপুর জেটিঘাটের কাছে বাঁধের রাস্তায় হঠাৎ বড়সড় ফাটল দেখা দেয় মঙ্গলবার সকালে। যা একটু একটু করে বাড়তে থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ব্যবস্থা নিলেন স্থানীয় সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন সেচ আধিকারিক এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ। সম্প্রতি হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরে যাতায়াতের ব্যস্ততম নুরপুর ফেরিঘাটের খুব কাছেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলে আসে বিদেশি পণ্যবাহী একটি জাহাজ। জেটিতে ধাক্কা না মারলেও জোয়ারের কারণে সংলগ্ন হুগলি নদীর বাঁধে এসে সেটি ধাক্কা খায়। তাতেই বাঁধের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই বাঁধ সংলগ্ন রাস্তায় বড়সড় ফাটল লক্ষ করেন স্থানীয়রা।

২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি অরুময় গায়েন জানান, সাংসদের হস্তক্ষেপেই মেরামতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ জানান, ঘটনার পরেই ওই জেটিঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত পোর্ট ট্রাস্টের জেটি দিয়ে যাত্রী-পারাপার করানো হচ্ছে। পোর্ট ট্রাস্ট, পরিবহণ দফতরের সঙ্গে মহকুমা ও ব্লক প্রশাসন মিলিতভাবে নজরদারি করছে। গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে। বিপদ এড়াতে ভাঙন কবলিত ওই এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক বৈঠকে সেচমন্ত্রী ধমক দিলেন আধিকারিকদের

■ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বৈঠকে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া ও আধিকারিকরা।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান

সংবাদদাতা, ঘাটাল : বন্যার জল কমতেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজের অগ্রগতি বাড়াতে জেলা প্রশাসন ও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মনিটরিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, মঙ্গলবার, ঘাটাল টাউন হলে। বৈঠকে সেচ দফতর-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের রীতিমতো ধমকধামক দেন মন্ত্রী মানস। বলেন, পুজোয় সব আধিকারিকদের ছুটি বাতিল, আধিকারিকদের স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে, সেই কারণে সমস্ত বিষয় নোট করতে ভুলে যাচ্ছেন, আমি কোনও কথা শুনব না। সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আশিস দত্ত ও ঘাটাল মহকুমা সেচ দফতরের আধিকারিক উজ্জ্বল মাখাল-সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের ধমক দিয়ে এমনই বলেন সেচমন্ত্রী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেচ দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তথা অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মণীশ জৈন, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি-সহ জেলা, মহকুমা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মন্ত্রী সবাইকে একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন যাতে দ্রুত প্রকল্প রূপায়ণ করা যায়।

ঈশিতাকে খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল দেশরাজ

■ দেশরাজকে নিয়ে পুলিশ ঈশিতার বাড়িতে ঢুকছে।

সংবাদদাতা, নদিয়া : বেলা বারোটা নাগাদ ঈশিতার বাড়িতে দেশরাজকে নিয়ে পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। কীভাবে ঈশিতাকে গুলি করেছিল দেশরাজ সিং তার পুনর্নির্মাণ করে দেশরাজ। বাড়ির সামনে পাড়া-প্রতিবেশীরা ভিড় করে খুনিকে দেখতে। দেশরাজ দেখায় কীভাবে ঈশিতাকে গুলি করে, কোথা থেকে তার মা ও ভাইকেও গুলি করার চেষ্টা করে। মিনিট পনেরো কাটিয়ে পুলিশ দেশরাজকে নিয়ে দ্রুত ফিরে যায়। দেশরাজ নির্লিপ্তভাবেই বসেছিল পুলিশের গাড়িতে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঈশিতার মা কুসুম মল্লিক জানান, তিনি শেষ পর্যন্ত খুনির শাস্তির জন্য লড়বেন।

দেশরাজের বাবা জেল হেফাজতে: কৃষ্ণনগরের তরুণী হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত দেশরাজকে গ্রেফতারের কিছুদিন পরেই তার বাবা রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ সিংকে রাজস্থানের জয়সলমির থেকে গ্রেফতার করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার স্পেশাল টিম। আজ তাঁকে কৃষ্ণনগরে নদিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ছেলে খুন করার পর লুকোনো এবং পালাতে সাহায্য করা, জালপরিচয় পত্র বানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে।

নন্দীগ্রামে তৃণমূলকর্মীকে মারধর, প্রতিবাদে মিছিল

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : নন্দীগ্রাম- ১ ব্লক এলাকার মহম্মদপুর এলাকায় তৃণমূলকর্মী কালুবরণ জানাকে সোমবার রাতের অন্ধকারে মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকেলে এর প্রতিবাদে তৃণমূলের তরফে ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গের নেতৃত্বে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ভেকুটিয়া ও মহম্মদপুরের সংযোগকারী ক্যানেলপাড় ধরে যাচ্ছিলেন কালুবরণ। ওই সময় বিজেপির কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে। খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা ছুটে আসতেই পালিয়ে যায় বিজেপির দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় বিজেপি তাদের কর্মী তপন মাইতির দোকানে লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ মিছিল করে। পাল্টা বিকেলে মিছিল করে তৃণমূল। বাপ্পাদিত্য বলেন, আমাদের কর্মী কালুবরণ জানা এক রাজনৈতিক মামলায় সাক্ষী হয়েছিলেন। তাই তাঁকে রাতে একা পেয়ে বিজেপির দুষ্কৃতীরা মারধর করে। আমরা এলাকায় যেতেই ছুটে পালায় দুষ্কৃতীরা।

মাঝপদ্মায় নৌকাডুবি, নিখোঁজ ১

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : চাষিদের নিয়ে পারাপার করার সময় নৌকাডুবি হল পদ্মানদীতে। কমপক্ষে ৩০ জন চাষি জলে পড়ে যান। স্থানীয়দের চেষ্টায় বেশিরভাগকে উদ্ধার করা গেলেও একজন এখনও নিখোঁজ। নাম সুজন শেখ (৩০)। বাড়ি রানিনগর থানার রামনগর গ্রামে। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা মুর্শিদাবাদের কার্গিল ঘাটের কাছে। নিখোঁজ ওই চাষির সন্ধানে ডুবুরি নামানো হয়েছে। সকাল সাতটা নাগাদ ২৫-৩০ জন চাষি একটি মোটরচালিত নৌকায় কার্গিল ঘাট থেকে চরের জমিতে যাচ্ছিলেন চাষের কাজ করার জন্য। মাঝনদীতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নৌকায় ফুটো হয়ে যায়। তারপর জল ঢুকে ডুবে যায়। ২ ব্লকের যুব তৃণমূল নেতা মিলন শেখ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে মাঝিদের সহায়তা করেন।

এগরায় বাড়িতে আগুন

■ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার বাথুয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর ধলগোদা গ্রামে একটি বসতবাড়িতে আগুন লাগে। একাধিক জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ভোর তিনটে নাগাদ আচমকা চন্দন মণ্ডল নামের এক গৃহস্থের বাড়িতে আগুন লাগে। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

৪০ জনকে জখম করে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু বাঁদর

সংবাদদাতা, শালবনি : এক বাঁদরেই ঘুম উড়েছিল শালবনিবাসীর। সে বিদায় নিতেই হাজির আরও এক। অবশেষে ঘুমপাড়ানি গুলিতে খাঁচাবন্দি করা হল তাকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির ঘটনা। গত একমাস ধরে ওই বাঁদরের আক্রমণে জখম হয়েছেন কম করেও ৩০ জন। বাঁদরটিকে খাঁচাবন্দি করতে সবরকম চেষ্টা চালিয়েও সফল হয়নি বন দফতর। ফলে জনমানসে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এর আগে আরেক বাঁদর দু'মাসে ৫০ জনের বেশি মানুষকে জখম করেছিল। তাকে কোনওমতে জাল পেতে ধরা গিয়েছিল। পরে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলে লালগড়ে গিয়ে দশজনকে আহত করে। তবে সে বিদেয় হওয়ার পরেই হাজির হয় আরেকটি। এসে নতুন করে উৎপাত শুরু করে। শালবনি এবং পার্শ্ববর্তী চকতারিণী, তিলাখুলা গ্রামে বাড়ির ছাদে, গাছের ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথচলতি এমনকী বাড়ির ছাদে মানুষজনকে দেখতে পেলেই আক্রমণ করছে। মহিলা শিশু-সহ প্রায় ৪০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। জাল বিছিয়ে ফাঁদ পাতলেও তাতে ধরা দেয়নি। বন দফতর থেকে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে গেলেই বাঁদরটি লুকিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, যেকোনও জায়গায় যেকোনও সময় অতর্কিতে ঢুকে আক্রমণ শানাচ্ছে বাঁদরটি। এমনকী পথচারীদেরও আক্রমণ করছে। অবশেষে সোমবার রাতে ঘুমপাড়ানি গুলি করে বাঁদরটিকে খাঁচাবন্দি করা হয়। আড়াবাড়ি রেঞ্জের আধিকারিক বাবলু মান্ডি বলেন, ঘুমপাড়ানি গুলি করে ধরার পর ওর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাতের অন্ধকারে ময়নার নারিকেলদাহা গ্রামে প্রসেনজিৎ মাইতির ৮ বিঘার চিংড়ি চাষের ফিশারিতে কেউ বা কারা বিষ মিশিয়ে দেয়। মঙ্গলবার সকালে ভেসে ওঠে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ টাকার চিংড়ি। থানায় অভিযোগ জানান তিনি

■ নদিয়ার তেহট্ট ১ ব্লকের অন্তর্গত তেহট্ট বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে মঙ্গলবার মানুষের কথা শুনলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ, জেলা সভাধিপতি তারান্নাম সুলতানা মীর, এসডিও অভিজিৎ রায়-সহ অন্যরা।

ক্যানেলে উদ্ধার দেহ

সংবাদদাতা, কাঁকসা : মঙ্গলবার সাতসকালে পানাগড় বাজারের ডিভিসির বড় ক্যানেলের জলে তলিয়ে গেল মাঝবয়সি অন্ধ ব্যক্তি রবীন্দ্র গুপ্তা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কাঁকসা থানার পুলিশ। আসেন কাঁকসা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। সকাল থেকেই তল্লাশি চালান স্থানীয়রা। পরে রাজ্যের সিভিল ডিফেন্সের একটি টিম এসে বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে কয়েক কিলোমিটার দূরের চাকতেতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের শালডাঙা লক গেট এলাকা থেকে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ দেহটি পানাগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত

সংবাদদাতা, সবং : ৯ বছরের তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে নিজের ৪২ বছরের পিসেমশাই লালু খান প্রায় দু বছর ধরে নানা অজুহাতে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে। ঘটনার কথা জানালে গলা কেটে মারার হুমকিও দিত। ঘটনার কথা জেনে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মেয়েটির পরিবার। সোমবার তাঁরা থানায় অভিযোগ জানালে দ্রুত পদক্ষেপ করে সবং থানার পুলিশ। রাতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। নাবালিকার মা দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

ভ্যাটে আপত্তি জানিয়ে

সংবাদদাতা, হলদিয়া : জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পুরসভার তরফে তৈরি হচ্ছে ময়লা ফেলার ভ্যাট। আর তাতে আপত্তি স্থানীয়দের। প্রকাশ্য এলাকায় এভাবে ভ্যাট তৈরি হলে দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে দাঁড়াবে। তাই অন্যত্র ভ্যাট তৈরির দাবি নিয়ে পুর প্রশাসক তথা হলদিয়ার মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হলেন স্থানীয়রা। প্রসঙ্গত, হলদিয়ার ৯ নং ওয়ার্ডে দুর্গাচক হাউসিং সংলগ্ন এলাকায় একটি নতুন ভ্যাট তৈরির উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছে পুরসভা। স্থানীয়দের দাবি, কলোনি বাজার এলাকায় পুরসভার একটি অফিসের কাছে পুকুরের ধারে আগে ভ্যাট বক্স থাকত। সেখান থেকে ইকো পার্কের কাছে নতুন ভ্যাট নির্মাণের সিদ্ধান্ত বদলের লিখিত দাবি জানানো হয় এসডিওর কাছে।

বীরভূমের ৩ মহকুমায় রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ দফতরের উদ্যোগ

গড়ে উঠবে নতুন ৫ দমকল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : তারাপীঠ মন্দির ছাড়াও বীরভূম জেলায় নতুন পাঁচটি দমকল কেন্দ্র গড়ে তুলবে রাজ্য অগ্নিনির্বাপণ দফতর। তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিতে এসে সোমবার এই কথা জানিয়ে গেলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। জেলার তিন মহকুমার মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে বড় রামপুরহাট। এই মহকুমার ৮ ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জন্য মাত্র একটিই দমকল কেন্দ্র রয়েছে। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনা হলে রামপুরহাট থেকে দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছতে পৌঁছতেই বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। তাই দীর্ঘদিন ধরে রামপুরহাট মহকুমার একাধিক অঞ্চলে দমকল কেন্দ্র চালুর দাবি জানাচ্ছিলেন এলাকাবাসী। শেষমেশ মন্ত্রীই দিয়ে দেলেন এই সুখবর। তারাপীঠে পুজো দিতে সোমবার রামপুরহাট স্টেশন পৌঁছন মন্ত্রী। স্টেশনেই

■ রামপুরহাটে দমকল কেন্দ্রের গাড়ি।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'বীরভূমের নলহাটি, মুরারই, লাভপুর, তারাপীঠ-সহ ৫টি জায়গায় নতুন দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। প্রথম পর্যায়ে নলহাটি, লাভপুর ও তারাপীঠে ৩টি দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রকল্পের এস্টিমেট রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ শুরু করা হবে। বীরভূমের অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র তারাপীঠে কোনও দমকল কেন্দ্র না থাকায় এতদিন বড় উৎসব বা অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যেত। তাই অস্থায়ীভাবে তারাপীঠ মন্দির এলাকায় রামপুরহাট দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন ও কয়েকজন কর্মীকে বর্তমানে মোতায়েন করা হয়েছে। মন্ত্রী আসতেই তাঁর কাছে তারাপীঠের জন্য একটি অত্যাধুনিক ল্যাডারের বরাদ্দ চেয়ে দাবিপত্র দেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক ও তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তারাপীঠে অনেক বহুতল হোটেল ও ভবন রয়েছে। তাই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ল্যাডার প্রয়োজন। দমকল মন্ত্রীর কাছে সেই ল্যাডারের দাবি জানিয়েছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি এ বছরই নতুন দমকল কেন্দ্রগুলির কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন দমকল মন্ত্রী।

বৃন্দাবনপুরের পাড়া শিবিরে লাইন দিয়ে নিজের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বড়জোড়া ব্লকের বৃন্দাবনপুর জুনিয়র বেসিক স্কুলে বসেছিল ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫ বুথের মানুষদের নিয়ে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবির। এই

■ স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাচ্ছেন অলোক মুখোপাধ্যায়।

শিবিরে এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার পাশাপাশি বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। শিবিরে উপস্থিত হন বড়জোড়ার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়। ক্যাম্পে আসা অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তিনিও লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান। ডাক্তাররা তাঁর রক্তচাপ-সহ অন্যান্য পরীক্ষা কর সব কিছু স্বাভাবিক আছে বলে জানান। বিধায়ক বলেন, দিনভর বিধানসভা এবং মানুষের কাজে ব্যস্ত থাকি। নিজের শরীরের খোঁজ তেমন নেওয়া হয় না। দেখলাম এখানে স্বাস্থ্যপরীক্ষা হচ্ছে, তাই আমিও লাইন দাঁড়িয়ে পড়লাম শরীর পরীক্ষা করাতে। জনপ্রতিনিধিরা জনসংযোগের পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে এভাবে আত্মীয়তা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি করছেন পাড়া শিবিরে যোগ দিয়ে।

গ্রামীণস্তরে স্বাস্থ্য-পরিষেবা পৌঁছে দিতে উদ্যোগ বাঁকুড়া মেডিক্যালের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : একেবারে গ্রামীণ স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসক পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে ফ্যামিলি অ্যাডপশন প্রোগ্রাম কর্মসূচিতে আঁচুড়ি স্বস্তিক স্মৃতি গার্লস হাই স্কুলে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির করলেন মঙ্গলবার। এই উদ্যোগে খুশি এলাকার

■ গ্রামের স্বাস্থ্যশিবিরে চিকিৎসা।

মানুষ জানান, বাড়ির কাছেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা, রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার সুবিধা মিলছে। বাইরে না গিয়ে' স্কুলেই স্বাস্থ্যশিবিরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ওষুধ পেয়ে খুশি স্কুলের পড়ুয়ারাও। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক ডাঃ ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য বলেন, হবু চিকিৎসকরা একেবারে গ্রামীণ এলাকায় এসে চক্ষু, হার্ট-সহ পাঁচটি বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের থেকে কাজ শিখছেন।

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

(প্রথম পাতার পর)

চিত্রকরের। প্রধানমন্ত্রী অলি নিরাপদে দেশছাড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েই হেলিকপ্টারে চড়ে কাঠমান্ডু ছাড়েন। সঙ্গে ছিলেন কয়েক জন মন্ত্রী। বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারেননি। কারণ সেখানেও ছিলল বিক্ষোভকারীরা। কোথায় গিয়েছেন সবটাই ধোঁয়াশা। প্রশ্ন হল, নেপালে বাম নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন হয়েছে। আগামী দিনে নেপালের ভবিষ্যৎ কী? ফের রাজতন্ত্র, না গণতন্ত্র নাকি সেনাশাসন?

নেপালের সরকার-বিরোধী আন্দোলনে মুখ হয়ে উঠেছে ৩৬ বছরের সুদান গুরুং। সুদাং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালায়। তারপর সমাজসেবায় নামে। আর সেই করতে গিয়ে সরকার-বিরোধী আন্দোলনের মুখ।

নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে সুদাং সন্তানকে হারিয়েছিলেন। তারপর থেকেই অহিংস প্রতিরোধ শুরু। স্কুল ছাত্রদের এই আন্দোলনে নামতে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। পুরোটাই সমাজ মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। কিন্তু সরকার বন্ধ করে দিতেই বিক্ষোভ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকার নেয়। দেশ জুড়ে স্লোগান কে পি চোর, গদি ছোড়। যত সময় যাচ্ছে হিংস্রতা বাড়ছে।

নেপালের পরবর্তী নেতা কে? শোনা যাচ্ছে বালেন্দ্র শাহর নাম। কাঠমান্ডুর মেয়র। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স। তিনি সুরকার, কবি আবার র‍্যাপারও। গান গেয়ে অসাম্য দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন। ২০২২-এ নির্দল প্রার্থী হিসেবে কাঠমান্ডুর মেয়র নির্বাচনে বিপুল জেতেন। নেপালের এই আন্দোলনে তিনিও যোগ দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু ২৮ বছরের উর্ধে কাউকেই অনুমতি দেওয়া হয়নি, তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন বালেন্দ্র।

উত্তরবঙ্গের সীমান্তের সঙ্গে নেপাল যুক্ত। তাই হিমালয়ের দেশের আঁচ যাতে পশ্চিমবঙ্গে না পড়ে তাই শিলিগুড়ি-নিকটবর্তী পানিট্যাঙ্কি এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। দার্জিলিংয়ের এসপি ও নর্থবেঙ্গলের আইজির সঙ্গে বৈঠক করেন ডিজি রাজীব কুমার।

হিডকোর চেয়ারপার্সন

(প্রথম পাতার পর)

থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পেলেন চন্দ্রিমা। গত ডিসেম্বরে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, হিডকো আর পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে থাকবে না। আনা হবে প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মিবর্গ দফতরের অধীনে। যেটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল উত্তর দমদমের বিধায়ক চন্দ্রিমার। বর্তমানে তিনি অর্থ ও স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রী, রাজ্যের বাজেট পেশ করেন এবং মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী হিসেবেও দায়িত্ব সামলান। এবার সেই তালিকায় যোগ হল হিডকোর চেয়ারম্যান পদ।

দিল্লি দরবার
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
10 September 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

সিয়াচেনের সেনা ছাউনিতে তুষারধসে মৃত্যু হল অন্তত ৩ ভারতীয় জওয়ানের। রবিবার সকালে আচমকাই ওঠে তুষারঝড়। ধসে চাপা পড়েন বেশ কয়েকজন জওয়ান

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উৎসবের মেজাজে ভোট দিলেন তৃণমূল সাংসদরা

একজোট হয়ে লড়াই করেছে বিরোধী শিবির, এটাই প্রকৃত জয় : শতাব্দী

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

আসল জয় হয়েছে বিরোধীদেরই। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্ডিয়া শিবিরের প্রার্থীর পরাজয় হলেও বিরোধী শিবির মনে করছে মোদি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে এটা তাদের নৈতিক জয়। তার কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোদি সরকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাতেই নিজেদের জয় দেখছে বিরোধী শিবির। এদিন তৃণমূল-সহ বিরোধী শিবিরের সাংসদরা ছিলেন রীতিমতো উৎসবের মেজাজে।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মঙ্গলবার সংসদ ভবনে এসে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। বেলা দুটো নাগাদ ভোটদান করেন তিনি। এরপর মোদি সরকারকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, এই লড়াই সংবিধান রক্ষার। বাংলার মানুষ এই লড়াইয়ে সঙ্গে রয়েছেন। এদিন সংসদ ভবনে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্ডিয়া শিবিরের দলের নেতাদের মধ্যে দেখা গেছে ঐক্যের ছবি। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, ডিএমকে, সপা, আপ, শিবসেনা (উদ্ধব) বাম দলগুলোর সংসদরা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। যা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার উপদলনেতা শতাব্দী রায় বলেন, ইন্ডিয়া শিবিরের প্রত্যেকটি দল একশো শতাংশ একজোট হয়ে লড়াই করেছে এটাই প্রকৃত জয়। সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে লড়েছে, এটাই নৈতিক জয়।

এদিন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন চলাকালীন মোদি সরকারকে নিশানা করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবির। সপা প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, এই নির্বাচন হল অন্তরাত্মার নির্বাচন। বিরোধীরা ঐকমত্যে পৌঁছেছে। বিজেপি সরকারের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি হল ব্যবহার করা এবং ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে এমনই করেছে বিজেপি। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখনও।

নতুন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি : দেশের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হলেন সিপি রাধাকৃষ্ণণ। মঙ্গলবার ছিল উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এর আগে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ২০২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৪ জুলাই পর্যন্ত তিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন। ২০২৪-এর ৩১ জুলাই থেকে ২০২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল। তাঁর রাজনৈতিক জীবন তামিলনাড়ুকে ঘিরেই। ১৯৯৮ সালে তিনি প্রথম লোকসভার সাংসদ নিবাচিত হন কোয়েম্বাটুর থেকে। ১৯৯৯ সালে লোকাসভা নির্বাচনে পুনর্নিবাচিত হন ওই কেন্দ্র থেকে। ২০০৩ রাষ্ট্রসংঘের ৫৮তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি ভারতের সংসদীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেন।

গণবিক্ষোভের জেরে মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পোড়েল

কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে বেনজির বিদ্রোহ

তরুণদের আন্দোলনে নেপালে ওলি সরকারের পতন

শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপাল

শ্রীলঙ্কা, ২০২২

বাংলাদেশ, ২০২৪

নেপাল, ২০২৫

ঠিক যেন রিপিট টেলিকাস্ট!

রাষ্ট্রপ্রধানদের বাড়িতে আগুন, মূর্তি ভাঙচুর, শারীরিক হেনস্থা, চপারে পালানোর চেষ্টা

জয়িতা মৌলিক

স্থান আর কাল শুধু আলাদা। ঘটনার দৃশ্যপট কার্যত একই। মাত্র তিন বছরের মধ্যে ভারতের প্রতিবেশী তিন দেশে একই ধরনের গণ-অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি দেখে উদ্বিগ্ন সমাজবিজ্ঞানীরা, আশঙ্কায় কূটনৈতিক মহল। ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বশেষ রাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্র এবার নেপাল।

২০২২-এ দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। ২০২৪-এ বাংলাদেশ। ২০২৫ দেখছে অস্থির নেপালকে। একইরকম গণঅভ্যুত্থান। প্রাথমিকভাবে কোথাও অর্থনৈতিক দেউলিয়া হওয়ার ঘটনা, কোথাও কোটা সংস্কার আন্দোলন, কোথাও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা দিয়ে শুরু হলেও হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন শেষ হচ্ছে রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে দিয়ে। বাংলাদেশের মতো নেপালেও আন্দোলনের রাশ যুব সমাজের হাতে। হিমালয়ের কন্যা নেপালের পালাবদল যেন শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের রিপিট টেলিকাস্ট।

নেপালে ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বন্ধ করার নির্দেশকে সামনে রেখে প্রতিবাদে সোমবার থেকেই ওলি সরকারের বিরোধিতায় নামে জেন-জি। পুলিশের গুলিতে মঙ্গলবার তা চেহারা নেয় বিদ্রোহের। তার চাপে পদত্যাগ করে পালাতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী। সামরিক বিমানে তাঁকে সরানো হয় বাসভবন থেকে। রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের বাড়িতে ঢুকে অবাধে চলে লুঠ, অগ্নিসংযোগ। একইভাবে সেনা বিমানে দেশ ছাড়ার চেষ্টা করেন রাষ্ট্রপ্রধানরা।

এই একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল ২০২২-এর শ্রীলঙ্কায়। তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, বিদ্যুৎবিভ্রাট থেকে জ্বালানি তেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি— এইসব কারণে একাধিক সংকট দেখা দেয় শ্রীলঙ্কায়। তারই বিরোধিতায় গণঅভ্যুত্থান। তুমুল বিক্ষোভে উত্তাল হয় দ্বীপরাষ্ট্র। রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবনে ঢুকে লুঠ, ভাঙচুর বিক্ষোভকারীদের। রীতিমতো সুইমিংপুলে নেমে স্নান করে স্থানীয় মানুষ। ক্ষমতাচ্যুত হয় গোতাবায় রাজাপক্ষ সরকার।

গতবছর এই সময় জ্বলছিল বাংলাদেশও। 'জুলাই বিপ্লব'-এর আঁচে ঝলসে যায় হাসিনা সরকার। মূলত কোটা সংস্কার আন্দোলনকে সামনে রেখেই ছাত্রদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারায় শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামি

লিগ সরকার। আন্দোলনের নেপথ্যে মূল কারণ ছিল সরকারি চাকরিতে কোটা। শেখ হাসিনার পতনের পরে তাঁর বাড়িতে ঢুকে লুঠপাট করেন বাংলাদেশিরা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর খাটে শুয়ে ছবি, ভিডিও পোস্ট। বাড়ির টিভি থেকে হাঁস-মুরগি নিয়ে পালান নাগরিকরা। অশ্লীল আচরণ করতেও দেখা যায় তাঁদের।

এবার সেপ্টেম্বরের ৮ ও ৯ তারিখ। স্যোশাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করাকে সামনে রেখে তুমুল বিক্ষোভ নেপাল জুড়ে। বিক্ষোভকারী বেশিরভাগই তরুণ প্রজন্ম। সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ে তারা। সেখানে ঢুকে ভাঙচুর চালায় আন্দোলনকারীরা। সংসদ ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিক্ষোভ থামাতে স্যোশাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় কেপি শর্মা ওলি সরকার। কিন্তু ততক্ষণে জ্বলে গিয়েছে আগুন। মঙ্গলবার থেকে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে দেশ। দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ ওলি সরকারের বিরুদ্ধে। তুমুল অশান্তি দেখা যায়।

যেভাবে রাষ্ট্রপ্রধানদের বাড়িতে হামলা হয়েছিল বাকি দু'দেশে, এখানেও তারই প্রতিফলন। রাস্তায় ফেলে মারা হয় দেশের অর্থমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রীকে। একইভাবে সেনার চপারে করে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেন ওলি। তবে, তিনি এখন নেপালের সীমান্ত অতিক্রম করতে পেরেছেন কি না তা স্পষ্ট নয়। যেভাবে হাসিনার পতনের পরে একের পর এক বঙ্গবন্ধু-সহ আওয়ামি লিগের নেতা-নেত্রীদের মূর্তি ভাঙা হয় বাংলাদেশ জুড়ে, নেপালেও এদিন সেই ছবি। রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির প্রেসিডেন্ট রবি লমিছানেকে জেল থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, ঠিক যেমন অভিযুক্ত বিএনপি-সহ রাজাকারদের বাংলাদেশের কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

সোমবারই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ছিল, শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশের মতো নেপালে গণঅভ্যুত্থান হতে পারে। আর মঙ্গলবার সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। শ্রীলঙ্কা কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারলেও বাংলাদেশ এখনও নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে। তদারকি ইউনুস সরকার দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা আনতে পারছে না। নির্বিচারে অত্যাচারিত হচ্ছেন সেদেশের সংখ্যালঘুরা। এখন নেপালের সেনাবাহিনী বা বিরোধী রাজনৈতিক দল কীভাবে পরিস্থিতি সামলায় তার দিকেই নজর ভারত-সহ রাজনৈতিক মহলের।

বাড়িতে আগুন লাগাল বিদ্রোহীরা, ঝলসে মারা গেলেন প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ত্রী

কাঠমাণ্ডু : বিদ্রোহের আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকর। নেপালি সংবাদমাধ্যমগুলি তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। জানা গিয়েছে, গণবিক্ষোভের সময়ে তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় একদল আন্দোলনকারী। আগুনের ভিতরে আটকে পড়েছিলেন রাজ্যলক্ষ্মী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি।

গণবিদ্রোহের জেরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন কেপি শর্মা ওলি। তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি নেপালের প্রাক্তন এবং বর্তমান একাধিক মন্ত্রীর বাড়িতে আগুন দেয় উত্তেজিত জনতা। দেশের অর্থমন্ত্রীকে রাস্তার মধ্যেই তাড়া করে পেটানো হয়। আক্রান্ত হন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ঝালানাথ এবং তাঁর পরিবার। রাজধানী কাঠমাণ্ডুর ডাল্লু এলাকায় তাঁদের বাড়িতে মঙ্গলবার আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেসময় বাড়িতে ছিলেন রাজ্যলক্ষ্মী। তাঁকে ভিতরে আটকে রেখে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠছে।

পালাবদলের পর কে?

শাওনী দত্ত

বলেন্দ্র

সুদান

যুবসমাজের বিক্ষোভে মাত্র দু'দিনেই বদলে গেল নেপালের রাজনৈতিক চিত্র। তবে দেশের গোটা নবীন প্রজন্মকে একজোট করে এত বড় আন্দোলন সংঘটিত করা যে শুধু কোনও একজনের কাজ নয়, তা স্পষ্ট হয়ে যায় মঙ্গলবারই। আন্দোলনকারীরাই তুলে ধরেন একের পর এক নিজেদের নেতার নাম। যার মধ্যে প্রভাবশালী ইউটিউবার সুদান গুরুং যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন ব্যাপার থেকে রাজনীতিতে উঠে আসা বলেন্দ্র শাহ। আবার মঙ্গলবারই জেল থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির প্রেসিডেন্ট রবি লমিছানেকে। আর তার পরেই নেপালে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রাথমিক কারণ হলেও সরকারের শীর্ষনেতাদের দুর্নীতি থেকে স্বজনপোষণ ও বৈষম্য; মূলত এসবের বিরোধিতা করেই আন্দোলনে সরব নেপালের যুবসমাজ। সেইসাথে কর্মসংস্থানের বেহাল পরিস্থিতিও ক্ষোভের অন্যতম অনুঘটক। দীর্ঘদিন ধরে তরুণদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছিল ইউটিউবার তথা সমাজকর্মী সুদান গুরুংয়ের বিভিন্ন ভিডিও। যার জেরে সোশ্যাল মিডিয়াই নিষিদ্ধ করে দেয় ওলি প্রশাসন। যদিও সোমবার থেকে নেপালের বিভিন্ন শহরে শুরু হওয়া আন্দোলনে কোথাও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি সুদানকে। অন্যদিকে একসময় যুব সমাজের মন জয় করা ব্যাপার তথা কাঠমাণ্ডু শহরের মেয়র বলেন্দ্র শাহর নাম এই পরিস্থিতিতে সামনে এসে পড়েছে। কর্নাটক থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা বলেন্দ্র নেপালি যুব সমাজের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এরপরেও কি গুজরাতকে মডেল হিসেবে দাবি করবে বিজেপি? আমেদাবাদের রাস্তার গর্তে গাড়ি আটকে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক দম্পতির। প্রশ্ন উঠেছে মোদিরাজ্যে বিদ্যুৎ দফতরের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে

৩ পুলিশ খুন, জেল ভেঙে উধাও অন্তত ৯০০ বন্দি

কাঠমান্ডু : নেপালে এখন ঠিক যেন গতবছরের বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি। ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট হাসিনা বিদায়ের পর থেকে তুমুল অরাজকতার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের বহু পুলিশকে খুন করা হয়, জেল থেকে পালিয়ে যায় কুখ্যাত অপরাধী-জঙ্গি সহ বিভিন্ন মামলার বন্দিরা। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ওলির পদত্যাগের পর পদত্যাগ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পোড়েলও। দেশে সরকার বলে কিছু নেই। এই শূন্যতার সুযোগে জেলে ভেঙে পালিয়েছে অন্তত ৯০০ বন্দি। পোখরার জেলে ঢুকে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তারই সুযোগ নিয়েছে বন্দিরা। নেপালের ধনগড়ি জেলে হানা দেয় বিক্ষোভকারীরা। শুধু তাই নয়, নিহত হয়েছেন তিন পুলিশকর্মীও। নেপালের কোটেশ্বরে তিন পুলিশকর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে অনিয়ন্ত্রিত বিক্ষোভকারীদের সংযত করতে জেন-জেডের একাংশ এবার বিবৃতি দিয়ে যুবসমাজকে শান্ত থাকতে বলেছে। বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, দেশ এখন তাদের নেতৃত্বের অধীনে।

রাজনৈতিক অস্থিরতায় ধাক্কা খেল নেপালের পর্বতারোহণ

কাঠমান্ডু: হিমালয়ের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট-সহ আট-আটটি উচ্চতম পর্বত রয়েছে নেপালে। দেশটির অর্থনীতির বড় স্তম্ভ হয়ে উঠেছে পর্বতারোহণ। প্রতিবছর বসন্ত ও শরৎকাল—এই দুই মৌসুমে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে অভিযাত্রী আসেন নেপালে। কিন্তু চলতি রাজনৈতিক অস্থিরতায় সেই শিল্পই বড়সড় ধাক্কার মুখে। পর্বতারোহণ সংগঠনগুলির দাবি, নেপালে গণঅভ্যুত্থান ও অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি হওয়ায় বিদেশি পর্বতারোহীরা দ্বিধায় পড়েছেন। অভিযাত্রার জন্য দীর্ঘদিন আগে থেকেই পারমিট নেওয়া, গাইড বুক করা, শেরপা নিয়োগ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, ক্যাম্পিং সরঞ্জাম—সবকিছুরই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু নেপালে অস্থিরতা তৈরি হলে এই পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। পরিসংখ্যান বলছে, নেপালের জিডিপির অন্তত ৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে পর্বতারোহণ ও পর্যটন খাত। শুধুমাত্র এভারেস্ট অভিযানের জন্যই বিদেশি অভিযাত্রীদের মাথাপিছু ১১,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত পারমিট ফি দিতে হয় নেপাল সরকারকে। এছাড়াও গাইড ফি, সরঞ্জাম, লজিং, পরিবহণ মিলিয়ে প্রতিটি অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কয়েক কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে যদি এই মরশুমে অভিযান বাতিল হয়, তবে নেপালের অর্থনীতিতেও ধাক্কা লাগবে।

সীমান্তে শয়ে শয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাক

প্রতিবেদন : কোনও ঝুঁকি নয়, নেপালে অশান্তিতে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি আরও আঁটোসাঁটো করা হল। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার উত্তরবঙ্গের আইজি, দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারকে সীমান্তবর্তী এলাকায় বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দিয়েছেন। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হলে কড়া হাতে মোকাবিলার বার্তা দেওয়া হয়েছে। বাংলার পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শয়ে শয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রাক। আটকে থাকা ভারতীয়দের জন্য খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। মঙ্গলবার নেপালের বিরতামোড় ও কাঁকরভিটায় অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ার পরই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয় রাজ্যের তরফে। আটকে রয়েছেন অনেক পর্যটকও। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হাই অ্যালার্ট জারি করার পরই সকাল থেকে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। দার্জিলিংয়ের এসপি প্রবীণ প্রকাশ ঘটনাস্থলে যান। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ ফোর্স, র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স। নামানো হয়েছে ডগ স্কোয়াড।

বন্ধ বিমানবন্দর, বাতিল উড়ান

কাঠমান্ডু: নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর। ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠা-নামা সম্পূর্ণ বন্ধ। ফলে ভারত এবং নেপালের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়েছে বিমান চলাচল। এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগোর বিমান বাতিল হয়েছে। আটকে পড়েছেন বহু ভারতীয়। অনুমতি না মেলায় এই দুটি সংস্থার বিমান এদিন নামতে পারেনি কাঠমান্ডুতে। সব মিলিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা।

দুর্নীতি, বেকারত্ব, স্বজনপোষণে স্বপ্নভঙ্গ আমজনতার

নেপালের গণঅভ্যুত্থানের নেপথ্যে কি রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চক্রান্ত?

প্রতিবেদন : নেপালে গণঅভ্যুত্থানের নেপথ্যে কি শুধুই সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞা আর গণতন্ত্রের আড়ালে শাসকপক্ষের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমজনতার ক্ষোভের বিস্ফোরণ? নাকি বিলুপ্ত হওয়া রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস? ২০০৮ সালের ২৮ মে নেপালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক দুর্বার রক্তক্ষয়ী গণ আন্দোলনের পরিণতিতে। ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নেপালকে ফেডারেল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করে নেপালের নবনির্বাচিত গণপরিষদ। এর আগে ২০০৬ সালের এপ্রিলে লোকতন্ত্র আন্দোলনের নামে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের চাপে সংসদ পুনর্বহাল করতে বাধ্য হন নেপালের রাজা। সাত দলের জোট সরকারের হাতে দ্রুত বিলীন হতে থাকে রাজার ক্ষমতা। তারপরে ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিলুপ্তির ফলে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় হিমালয়ের কোলের এই দেশটিতে।

কিন্তু রাজতন্ত্রের অবসানের পরে গণতন্ত্রের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন নেপালের আমজনতা তা কিন্তু আদৌ পূরণ হয়নি। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ২০০৮ থেকে এখনও পর্যন্ত নেপালে সরকার বদল হয়েছে ১৩ বার। অর্থাৎ শাসনক্ষমতায়

এসেছে ১৩টি সরকার। স্বাভাবিকভাবেই বিপন্ন হয়েছে স্থিতিশীলতা। ফলে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে সাধারণ মানুষের। সবচেয়ে বড়কথা, প্রধানমন্ত্রী ওলির জমানায় লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে সরকারের সর্বস্তরে দুর্নীতি। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে স্বজনপোষণ। এই সীমাহীন দুর্নীতি ব্যাপক আঘাত হেনেছে দেশের অর্থনীতির ভিতে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অভূতপূর্ব বেকারত্ব এবং কর্মহীনতা। রুদ্ধ হয়েছে কর্মসংস্থানের সমস্ত পথ। গত কয়েকদিনের গণআন্দোলনে অংশ নেওয়া অধিকাংশ ছাত্র-যুবর মুখেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই নিয়ে ওলি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সরকারের নিষেধাজ্ঞা দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করেছে মাত্র। তার উপরে সরকারের অমানবিক দমননীতি ঘি ঢেলেছে ক্ষোভের আগুনে। আন্দোলনকারীদের একটাই প্রশ্ন, এই গণতন্ত্রই কি আমরা চেয়েছিলাম?

আর এই আন্দোলনের আড়াল নিয়েই জেগে ওঠার চেষ্টা করছে অবলুপ্ত রাজতন্ত্র। যার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল গত মার্চেই। ২৮ মার্চ রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে কাঠমান্ডুর এক সমাবেশে নেপালের সাবেক রাজার সমর্থকদের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় পুলিশের। প্রাণ হারান দু'জন। বহু পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হন। কাঁদানে গ্যাস, জলকামানও আটকাতে পারেনি হিংসাত্মক জনতাকে। নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ফিরিয়ে দেওয়ারও দাবি ওঠে রাজভক্তদের সমাবেশে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, যে মাওবাদীরা একদিন রাজতন্ত্রের অবসানের দাবিতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিলেন, তাদেরই এক নেতা দুর্গা পাসারি এখন রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দাবি তুলেছেন হিন্দু রাষ্ট্রের।

নেপালের অস্থিরতায় বিপর্যস্ত পর্যটন, দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

কাঠমান্ডু: হিমালয়ের কন্যা নেপাল। ছোট্ট হলেও বিশ্বের কয়েকটি উচ্চতম পর্বতের দেশ ঘেরা চারদিকে পর্যটকের টানে। দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোকে ঘিরে বহু বাঙালি ভেবেছিলেন ভ্রমণের গন্তব্য করবেন এই পাহাড়ি রাষ্ট্রকে। ইতিমধ্যেই টিকিট কাটা থেকে হোটেল বুকিং—সবই এগিয়েছিল। কিন্তু এভারেস্টের দেশ এখন বিদ্রোহে জ্বলছে। গণবিক্ষোভে পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি, পালাচ্ছেন একাধিক মন্ত্রী। ফলে আসন্ন মরশুমে নেপালের পর্যটন মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে বলেই আশঙ্কা।

কলকাতার নামী ট্রাভেল সংস্থাগুলির দাবি, সেপ্টেম্বরে-অক্টোবরে বিশেষ ট্যুর প্যাকেজ সাজানো হয়েছিল। এখন বুকিং বাতিলের আশঙ্কায় দিশেহারা ব্যবসায়ীরা। উত্তরবঙ্গের ট্রাভেল অপারেটরদের কথায়, গত দু'বছরে নেপালে ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি পর্যটকের ভিড় বেড়েছিল। গত বছর তো রেকর্ড সংখ্যক বাঙালি ঘুরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহের আগুনে মুহূর্তে বদলে গিয়েছে ছবি।

অনেকে ভাবছেন এই পরিস্থিতিতে নেপাল ভ্রমণ কতটা নিরাপদ হবে। নিরাপত্তার প্রশ্নে অনেকেই যে বুকিং বাতিল করতে চাইবেন তা সহজেই আঁচ করছেন ট্রাভেল এজেন্টরা। তাঁদের আশঙ্কা, এতে পর্যটন সংস্থার বিরাট আর্থিক

ক্ষতি হতে পারে। সীমান্তে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। রাজ্যের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, নেপালের পরিস্থিতি অস্থির থাকলে পর্যটনের উপরে খারাপ প্রভাব পড়বেই। নেপালের অর্থনীতির বড় ভরসা পর্বতারোহণ। বিশ্বের দশটি সর্বোচ্চ পর্বতের মধ্যে আটটি রয়েছে নেপালে। ট্যুর বাতিল হলে ক্ষতি হবে ভারতীয় সংস্থাগুলিরই নয়, নেপালের অর্থনীতিতেও বড় ধাক্কা লাগবে।

নেপালের ব্ল্যাক-ডে, বলছেন অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা

আন্দোলনের হিংস্র চেহারা দেখে ব্যথিত

মুম্বই : তাঁর মাতৃভূমিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। মুম্বইয়ে বসেও তাই মানসিক অশান্তিতে ছটফট করছেন বলিউড অভিনেত্রী তথা নেপালের ভূমিকন্যা মনীষা কৈরালা। তাঁর পরিবার দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে বহু বছর ধরে। দাদু ছিলেন একদা নেপালের প্রধানমন্ত্রী। জন্মলগ্ন থেকেই নেপালের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে পরিচিতি তাঁর। এবার দেশের অরাজক পরিস্থিতি আর রক্তপাত দেখে তিনিও গভীরভাবে বিচলিত। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখে মনীষা কৈরালা বলছেন, আজ নেপালের জন্য ব্ল্যাক- ডে। নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির বিরুদ্ধে দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ ধূমায়িত হচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। সম্প্রতি সরকার সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার পর যুবসমাজের ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি হয়। তরুণ প্রজন্মের মারমুখী আন্দোলন আছড়ে পড়েছে ক্ষমতাশালী ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে। হিমালয়ের কোলে আপাত শান্ত রাষ্ট্র এখন কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পুলিশ-নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের। আহত শতাধিক। আন্দোলনের চাপে নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলি পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। বিপাকে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ার উপর জারি হওয়া নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করেছে ওলি সরকার, তবে বিক্ষোভের আগুন অব্যাহত। পরিস্থিতি দেখে মুম্বইয়ে বসেই অশান্ত মাতৃভূমির জন্য হাহাকার মনীষা কৈরালার। কাঠমান্ডুর এক অভিজাত রাজনীতিক পরিবারে জন্ম মনীষার। নেপালি রাজনীতিবিদ প্রকাশ কৈরালার কন্যা তিনি। তাঁর দাদু বিপি কৈরালা নেপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মাতৃভূমির অশান্ত আন্দোলন দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় রক্তমাখা জুতোর ছবি শেয়ার করে মনীষা কৈরালা লিখেছেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হওয়া জনগণকে বুলেট দিয়ে উত্তর দেওয়া হচ্ছে! আজ নেপালের জন্য ব্ল্যাক ডে। অভিনেত্রীর এই পোস্টে সমর্থন জানিয়েছেন বহু মানুষ।

দেশে ক্যানসার-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা সমীক্ষা চালান। সেই অনুযায়ী ক্যানসার-আক্রান্তদের মধ্যে ৫১.১ শতাংশ মহিলা। তবে ক্যানসারে মৃত্যুর হার পুরুষদের বেশি

স্টেথোস্কোপ

রক্তের ক্যানসার

ক্যানসার এমন এক অসুখ যা যত দ্রুত ধরা পড়বে ততই প্রাণের ঝুঁকি কমবে। দিনে দিনে বাড়ছে রক্তের ক্যানসার-আক্রান্তের সংখ্যা। সেপ্টেম্বর হল রক্তের ক্যানসার-সচেতনতা মাস। চিকিৎসকদের মতে, এই অসুখ ধরা পড়তেই অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় বলেই মৃত্যুর হার বাড়ে। তাই জরুরি হল সতর্কতা। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষ রক্তের ক্যানসারে বা ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষের জীবনহানি ঘটে। প্রতি ২৭ সেকেন্ডে অন্তত একজন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। আর ভারতে প্রতিবছর ৭০ হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। সেপ্টেম্বর হল ব্লাড ক্যানসার-সচেতনতা মাস। যত দ্রুত উপসর্গ ধরতে পারবেন তত দ্রুত চিকিৎসা এবং ততটাই প্রাণের ঝুঁকি কমবে। তাই এই ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা খুব জরুরি।

এই রোগে আক্রান্ত হলে রক্তের মধ্যে থাকা উপাদানগুলির অনিয়ন্ত্রিত গঠন এবং বিস্তার হতে থাকে। রক্তের ক্যানসারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হল অ্যাকিউট বা তীব্র এবং অন্যটি হল ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী। তিন ধরনের ক্যানসার রয়েছে মূলত। লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা এবং মাল্টিপল মায়লোমা।

লিউকেমিয়া

এই ক্যানসার মূলত রক্ত এবং অস্থিমজ্জায় হয়। এর কারণ রক্তে শ্বেতরক্ত কণিকার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এর ফলে অস্থিমজ্জা লোহিত রক্ত কণিকা এবং প্লেটলেট তৈরি করার ক্ষমতাকে হ্রাস করে।

লিম্ফোমা

লিম্ফোমা হল যখন রক্তের ক্যানসারের অকুস্থল হয় লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম বা লিম্ফোসাইট কোষ। এই লিম্ফোসাইট হল এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যা শরীরের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

মাল্টিপল মায়লোমা

রক্তের ক্যানসারের সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ হল এই মাল্টিপল মায়লোমা। খুব দ্রুত ক্যানসার কোষ বিভাজিত হয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মায়লোমা ধরা পড়লে তার নিরাময় খুব কঠিন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর প্রাণ সংশয়ের ঝুঁকি থাকে। রক্তে প্লাজমা কোষ যখন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে চলে তখন এই রোগ দেখা দেয়। এর ফলে শরীরের একাধিক অঙ্গ প্রভাবিত হয়। তাই মাল্টিপল কথাটা জোড়া হয়েছে। এর মধ্যেই পড়ে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াও যা একটি বিরল ধরনের অ্যানিমিয়া। এই রোগে অস্থিমজ্জার প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চিকিৎসা হয়।

উপসর্গ

- দীর্ঘদিনের জ্বর আসা, বারবার জ্বর আসা, ঠান্ডা লাগা।
- রক্তাল্পতার জন্য দুর্বলতা, খাবারে অরুচি, বুক ধড়ফড়।
- পায়ে জল জমা, ত্বকের রং ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া।
- খিদে কমে যাওয়া এবং ওজন কমতে থাকা, বমি-বমি ভাব।
- রাতের দিকে খুব ঘাম হওয়া।
- হাড় এবং অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
- পেটের মধ্যে অস্বস্তি, লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া। লিভার ও প্লীহার আকার বেড়ে যাওয়া।
- মাথাব্যথা ও শ্বাসকষ্ট।
- ঘন ঘন সংক্রমণ হওয়া।
- ত্বকে চুলকানি বা ত্বকে ফুসকুড়ি।
- ঘাড়, বগলের নিচে বা কুঁচকিতে ফোলা লিম্ফ নোড।
- অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ ব্লাড ক্যানসারের অন্যতম উপসর্গ। কোনও কারণে হঠাৎ রক্তক্ষরণ শুরু হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে।

কেন হয় এই ক্যানসার

সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়াই ব্লাড ক্যানসার হতে পারে। তবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল, কীটনাশক বা পেস্টিসাইড, ভেজাল খাবার, হেয়ার ডাই, লুব্রিকেন্টস, বার্নিশ, কেমোথেরাপি ড্রাগস ও কিছু জেনেটিক অসুখও দায়ী এই ক্যানসারের ক্ষেত্রে। এছাড়া ধূমপানের বদ-অভ্যেস। আগে পরিবারে কারও ক্যানসার থাকলে সেই পরিবারে আবার তা হবার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ জেনেটিকও। উচ্চমাত্রার কোনও বিকিরণের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকা। দুর্বল রোগ প্রতিরোধ শক্তি। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা লুপাসে রোগের ইতিহাস থাকলে হতে পারে। শরীরের অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা।

যেকোনও কারণে অস্থিমজ্জার ভেতরের রক্তের স্টেম সেলের মিউটেশন বা অন্য কোনও পরিবর্তন হলে ক্যানসার সেল বা অপরিপক্ব কোষ তৈরি হয়, যা অস্থিমজ্জার ভেতরে অতি-দ্রুত বৃদ্ধি হয় ও রক্তে প্রবাহিত হয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

লিম্ফোমার ক্ষেত্রে গ্ল্যান্ড বা টিস্যুর বায়োপসি। এছাড়া ইমেজিং স্ক্যান বা সিটি স্ক্যান, এমআরআই, পেট স্ক্যান, এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি। এর সঙ্গে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট টেস্ট বা সিবিসি টেস্ট। বোনম্যারো টেস্ট ইত্যাদি।

চিকিৎসা

স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন, শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুস্থ কোষকে সুস্থ স্টেম সেল দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। এই পদ্ধতিতে নতুন, সুস্থ রক্তকণিকা তৈরি হয় এবং শরীরের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু মেরামত করা হয়।

কেমোথেরাপি

এই পদ্ধতিতে শরীরে ক্যানসার কোষ বৃদ্ধি বন্ধ করতে ক্যানসার-বিরোধী ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

টার্গেটেড থেরাপি

এটি 'পার্সোনালাইজড মেডিসিন' নামেও পরিচিত। এই পদ্ধতিতে শুধু ক্যানসার কোষকেই টার্গেট করে চিকিৎসা করা হয় ফলে রেডিয়োথেরাপি বা কেমোথেরাপিতে যেমন ক্যানসার কোষ নষ্ট করতে গিয়ে তার চারপাশে থাকা সুস্থ কোষগুলিও নষ্ট হয়ে যায় টার্গেটেড থেরাপিতে সেটা হয় না।

ইমিউনোথেরাপি

ইমিউনোথেরাপি হল ক্যানসার চিকিৎসার এমন একটি পদ্ধতি যা ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উদ্দীপিত ও উন্নত করে। এটি ক্যানসার কোষ শনাক্তকরণ এবং ধ্বংস করতে সহায়তা করে, তবে এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে।

রেডিয়োথেরাপি

ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে বা ব্যথা বা অস্বস্তি দূর করতে রেডিয়েশন থেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টের আগেও দেওয়া যেতে পারে। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রোগ নিরাময়ের জন্য অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনও করা হয়ে থাকে।

এই রোগে সুস্থতার সম্ভাবনা

ব্লাড ক্যানসার মানেই মারণব্যাধি নয়। ঠিক সময় রোগ নির্ণয় হলে অনেক ব্লাড ক্যানসার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবে অ্যাকিউট লিউকেমিয়া খুবই মারাত্মক, যার দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হয়। টার্গেটেড থেরাপি আবিষ্কৃত হওয়ায় ক্যানসার চিকিৎসায় উন্নতি ঘটেছে। এই থেরাপিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৮৫% সুস্থতার সম্ভাবনা থাকে।

মাঠে ময়দানে

কামিন্স, স্টার্ক ও আমার মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট অবশিষ্ট আছে : হ্যাজলউড

দীপিকারা ব্রোঞ্জ-ম্যাচে

গোয়াংজিউ : বিশ্ব তিরন্দাজিতে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে নামার যোগ্যতা অর্জন করল দীপিকা কুমারীদের ভারতীয় মহিলা রিকার্ভ দল। কোরিয়ার গোয়াংজিউতে অনুষ্ঠিত তিরন্দাজির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দীপিকা, অঙ্কিতা ভকত, গাথা খারাকেরা টানা তিন ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে জাপানের কাছে ২-৬ হেরে যান। এখন ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে দীপিকারা খেলবেন কোরিয়ার বিরুদ্ধে। ২০১৫ সালের পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম পদক জয়ের সামনে ভারতীয় মহিলা রিকার্ভ দল। মেয়েরা ব্রোঞ্জ ম্যাচে নামার সুযোগ পেলেও মঙ্গলবার ছেলেদের ভারতীয় কমপাউন্ড দলের তিরন্দাজরা এদিন হতাশ করেন। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিল ছেলেদের কমপাউন্ড দল। কিন্তু আর কোনও পদক যোগ করতে পারল না তারা।

জয়ী জারিন

লিভারপুল : বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দারুণ ছন্দে দু'বারের চ্যাম্পিয়ন নিখাত জারিন। মঙ্গলবার মেয়েদের ৫১ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ভারতীয় বক্সার। শেষ ষোলো রাউন্ডের ম্যাচে জারিন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ৩-২ পয়েন্টে হারিয়েছেন জাপানের ইয়ুনা নিশিনাকাকে। আরেক ভারতীয় বক্সার জেসমিন লাম্বোরিয়াও মেয়েদের ৫৭ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। ২৪ বছর বয়সি জেসমিন শেষ ষোলো রাউন্ডের ম্যাচে ৫-০ পয়েন্টে হারিয়েছেন ব্রাজিলের জুসিলিন সেরকুইরা রোমেউকে। এবার জেসমিনের সামনে উজবেকিস্তানের কুমোরাবোনু মামাজোনোভা।

চাপে সুয়ারেজ

ফ্লোরিডা : আরও একবার শাস্তির খাঁড়া নেমে এল লুইস সুয়ারেজের ঘাড়ে! লিগস কাপ ফাইনালে প্রতিপক্ষ দলের এক কোচিং স্টাফের গায়ে থুতু দেওয়ার জন্য ইন্টার মায়ামির উরুগুয়ান তারকাকে ছয় ম্যাচ নির্বাসিত করেছিল লিগস কাপ কমিটি। ওই অপরাধে এবার সুয়ারেজকে তিন ম্যাচের জন্য নির্বাসনে পাঠাল মেজর লিগ সকার কর্তৃপক্ষ। ফলে আগামী ১৩, ১৬ এবং ২০ সেপ্টেম্বর মার্কিন লিগে শার্লট এফসি, সিয়াটল সাউন্ডার্স ও ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না সুয়ারেজ।

নিখুঁত টেনিস খেলা অসম্ভব : আলকারেজ

আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছেন সাবালেঙ্কা

নিউ ইয়র্ক, ৯ সেপ্টেম্বর : দু'জনেই সদ্য ইউএস ওপেন খেতাব জিতেছেন। ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারেজ এবং মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন এরিনা সাবালেঙ্কা একটি টিভি শোতে একসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সাবালেঙ্কা ভুল করে আলকারেজকে ডেকে ফেলেন জানিক সিনার বলে। আর তাতেই হেসে কুটিপাটি সবাই।

লাইভ অনুষ্ঠানে সঞ্চালকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন সাবালেঙ্কা ও আলকারেজ। মজার ব্যাপার, দু'জনেরই জন্মদিন ৫ মে! ফলে সঞ্চালকরা দুই টেনিস তারকাকে ডাকছিলেন 'বার্থডে টুইন' বলে। হঠাৎ করেই সাবালেঙ্কা বলে বসেন, আপনারা হয়তো জানেন না, জানিকের সঙ্গে আমার কিন্তু একটা টিকটক আছে। কথাটা বলেই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে হাসিতে ফেটে পড়েন। পাশে বসা আলকারেজও মজা করে বলে ওঠেন, আমি তাহলে স্টুডিও ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সাবালেঙ্কা তখন হাসতে হাসতেই স্প্যানিশ তারকার হাত টেনে ধরেন। সঙ্গে বলেন, দুঃখিত কার্লোস। কিছু মনে করো না। সব মিলিয়ে দারুণ একটা মজার মুহূর্ত

ইউএস ওপেনের দুই চ্যাম্পিয়ন আলকারেজ ও সাবালেঙ্কা।

উপহার দেন সদ্য ইউএস ওপেনজয়ী দুই টেনিস তারকা।

পরে নিজের মোটিভেশন এবং মানসিকতা নিয়ে মুখ খুলেছেন আলকারেজ। তিনি বলেন, নিখুঁত বলে কিছু হয় না। হয়তো কাছাকাছি পৌঁছনো যায়। কিন্তু নির্ভুল টেনিস খেলা অসম্ভব। তাই নিজেকে সব সময় বলি, আরও ভাল খেলতে হবে। সিনার আমার সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী। যে কোনও দিন আমাকে হারিয়ে দিতে পারে। তাই প্রতিদিন ট্রেনিংয়ে কঠোর পরিশ্রম করি। এটাই আমার মোটিভেশন। অন্যদিকে, এবছর দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে হারতে হয়েছিল সাবালেঙ্কাকে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ফ্রেঞ্চ ওপেনে। অবশেষে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে এসে ট্রফি জিতলেন। সাবালেঙ্কার বক্তব্য, ওই দুটো ফাইনালে আমি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। তাই ব্যর্থ হয়েছিলাম। সেই ভুল ইউএস ওপেনের ফাইনালে করতে চাইনি। কয়েকবার নিয়ন্ত্রণ হারানোর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও, নিজেকে শান্ত রাখতে পেরেছি।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশের বিরুদ্ধে অভিমন্যুর মগজাস্ত্রের লড়াই।

গুকেশকে হারিয়ে চমক অভিমন্যুর

সামারকান্দ, ৯ সেপ্টেম্বর : ফিডে গ্র্যান্ড সুইসে বড় ধাক্কা খেলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। দাবায় সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে চমক দিল ১৬ বছরের অভিমন্যু মিশ্র। নাম ভারতীয় হলেও সে আমেরিকার দাবাড়ু এবং বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার। মাত্র ১২ বছর বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টারের নর্ম পেয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিল নিউ জার্সির অভিমন্যু। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশকে হারিয়ে সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে নজির গড়ল সে।

পঞ্চম রাউন্ডে ১২ চাল থেকেই গুকেশকে চাপে ফেলে দেয় অভিমন্যু। ভারতীয় বংশোদ্ভূত দাবাড়ু গুকেশের 'ভুল' চালের সুযোগ নিতে সময় নষ্ট করেনি। দ্রুত রক্ষণ মজবুত করে জয়ের রাস্তা মসৃণ করে অভিমন্যু। পিছিয়ে পড়ে পাল্টা আক্রমণাত্মক চাল দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন গুকেশ। কিন্তু অভিমন্যুর রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে পারেননি। ৬১ চালে ম্যাচ জিতে নেয় মার্কিন দাবাড়ু।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়েও সন্তুষ্ট নয় অভিমন্যু। সে বলছে, জিতলেও আমি নিজের সেরা খেলাটা খেলতে পারিনি। নির্ভুলভাবে জিততে পারিনি। নিজের খেলার আরও উন্নতির পাশাপাশি জয়ের ছন্দটা ধরে রাখতে চাই। গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দের বিরুদ্ধে খেলতে আমি ভয় পাই না। টুর্নামেন্ট জিততে পারলে ভাল লাগবে। ধাক্কা খেয়েছেন প্রজ্ঞানন্দও। জার্মানির ম্যাথিয়াস ব্লুবউমের কাছে হেরেছেন ভারতীয় দাবাড়ু।

এগোলেন সাত্ত্বিকেরা

সিঙ্গাপুর, ৯ সেপ্টেম্বর : হংকং ওপেন সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। তবে ছেলেদের সিঙ্গলসের কোয়ালিফাইং রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। গত মাসেই ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। মঙ্গলবার ভারতীয় জুটি পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে ২১-১৩, ১৮-২১, ২১-১০ গেমে হারিয়েছেন চিনা তাইপের জুটি চিউ সিয়াং চিহ ও ওয়াং চি লিনকে। প্রথম গেম সাত্ত্বিকেরা সহজেই জিতেছিলেন। তবে দ্বিতীয় গেম হেরে যান। যদিও নির্ণায়ক তৃতীয় গেমে প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন সাত্ত্বিকেরা। এদিকে, বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শ্রীকান্তকে হারিয়ে বড় চমক দিয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার তরুণ মান্নেপাল্লি। কোয়ালিফাইং রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে শ্রীকান্তকে ২৮-২৬, ২১-১৩ গেমে হারিয়েছেন তিনি। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে তরুণ হেরে গিয়েছেন। আরেক ভারতীয় শাটলার কিরণ জর্জ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের দু'টি ম্যাচ জিতে মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছেন।

৯ গোলের থ্রিলারে ইতালির জয়

দেব্রেসেনে, ৯ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিল ইতালি। একটি বা দুটি নয়, গোটা ম্যাচে গোল হয়েছে মোট ৯টি! শেষ পর্যন্ত ৫-৪ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় ইতালি।

হাঙ্গেরির দেব্রেসেনেতে আয়োজিত ম্যাচের ১৬ মিনিটেই ইতালীয় মিডফিল্ডার ম্যানুয়েল লোকাতেল্লির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইজরায়েল। তবে ৪০ মিনিটেই সেই গোল শোধ করে দিয়েছিলেনময়েস কিন। কিন্তু ৫২ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় ইজরায়েল। এবার গোল করেন মিডফিল্ডার দোর পেরেৎজ। তবে দু'মিনিটের মধ্যেই কিনের গোলে ২-২ করে দিয়েছিল ইতালি। ৫৮ মিনিটে মাতেও পলিতানোর গোলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল ইতালি। ৮২ মিনিটে জিয়াকোমো রাসপেদোরির গোলে ৪-২ লিড নিয়েছিল আজ্জুরিরা। কিন্তু এর পরেই নাটকীয় পালাবদল। ৮৭ মিনিটে ফের আত্মঘাতী

ইতালির গোলমুখে ইজরায়েলের হানা। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে।

গোলে ব্যবধান ৩-৪ করে ফেলে ইজরায়েল। বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়িয়েছিলেন ইতালীয় ডিফেন্ডার আলেসান্দ্রো বাস্তোনি। ৮৯ মিনিটে ফের গোল করে ৪-৪ করে দিয়েছিল ইজরায়েল। এই গোলটিও করেন পেরেৎজ। কিন্তু নাটকীয়তার তখনও বাকি ছিল। সংযুক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে গোল করে ইতালির জয় নিশ্চিত করেন মিডফিল্ডার সান্দ্রো তোনালি।

এই জয়ের সুবাদে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ইতালি। ৪ ম্যাচে আজ্জুরিদের পয়েন্ট ৯। বাছাই পর্বের অন্য একটি ম্যাচে মন্টেনেগ্রোকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। তবে কসোভার বিরুদ্ধে ০-২ গোলে হেরে গিয়েছে সুইডেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

10 September, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার

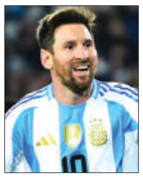

অবসর জল্পনা উড়িয়ে ডি'মারিয়া বললেন, ২০২৬ বিশ্বকাপের পরেও খেলবে মেসি

ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত জয়

প্রতিবেদন : দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ইস্টবেঙ্গলে জয় গুপ্ত। আগামী চার বছর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলবেন এই ভারতীয় ডিফেন্ডার। বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার দিয়ে এফসি গোয়া থেকে ইস্টবেঙ্গলে এলেন ২৩ বছরের এই সেন্টার ব্যাক। খেলেন লেফট ব্যাককেও। পুনের ছেলে বছরের শুরুতে গোয়ার সুপার কাপ

জয়ে বড় ভূমিকা নেন। রক্ষণ সামলানোর পাশাপাশি আক্রমণেও সাহায্য করেন। জয়ের অন্তর্ভুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণের শক্তি বাড়ল। কলকাতার ক্লাবে যোগ দিয়ে জয় বললেন, ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি উচ্ছ্বসিত। গত বছর এই শহরেই জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছিল। এবার একই শহরে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার সুযোগ সত্যিই স্পেশাল। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাই।

সবে তো শুরু, কোচের সঙ্গে বার্তা গুরপ্রীতেরও

ওমানকে হারিয়ে কাফা কাপে ব্রোঞ্জ জয়ের পর ভারতীয় দলের কোচ-ফুটবলাররা। — সৌজন্যে এআইএফএফ

প্রতিবেদন : প্রথমবার কাফা নেশনস কাপে অংশ নিয়েই ওমানের মতো ফিফা ক্রমতালিকায় ৭৯ নম্বরে থাকা দলকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয়ের নজির। কোচ হিসেবে অভিষেকেই স্বপ্ন দেখালেন খালিদ জামিল। দেশি ও বিদেশি কোচের বিতর্ক থামালেন। মাঠের ধারে টাচলাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে যেভাবে 'হোল্ড, প্রেস, ম্যান অন, ক্লিয়ার, আপ— নির্দেশ দিচ্ছিলেন, এগুলোই জাতীয় দলের কোচিংয়ে যেন হারিয়ে গিয়েছিল। কাফা কাপে খেলতে যাওয়ার আগে খালিদ বলেছিলেন, জিতলে সব কৃতিত্ব খেলোয়াড়দের। হারলে দায় আমার একার। ওমানকে হারিয়ে উঠে তাই সবার আগে ফুটবলারদের কৃতিত্ব দিলেন মহেশ, উদান্তদের হেডস্যার।

ওমান জয়ের পর ড্রেসিংরুম ও টিম হোটেলে সেলিব্রেশনের পরই উৎসব ভুলে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে দু'টি (৯ ও ১৪ অক্টোবর) ম্যাচকে পাখির চোখ করেছে ভারত। মূলপর্বে উঠতে হলে ম্যাচ দু'টি জিততেই হবে ভারতকে। চলতি মাসের শেষ অন্তত সপ্তাহ দুয়েকের প্রস্তুতি শিবির করতে চান খালিদ। কোচ ড্রেসিংরুমেই ফুটবলারদের বলে দিয়েছেন, উৎসব শুধু এক রাতের। এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে আমাদের লড়াই এখন কঠিন। পরের মাসে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ও অ্যাওয়ে ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলবার থেকেই নতুন লড়াইয়ের ভাবনায় খালিদ ব্রিগেড।

ওমানের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে শেষ শট বাঁচিয়ে ভারতের ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছেন গোলকিপার গুরপ্রীত সিং সান্ধু। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, কাফা কাপের মতো কঠিন প্রতিযোগিতা আমাদের পরীক্ষা নিয়েছে। আমরা জিতেছি, হেরেছি, শিক্ষা নিয়েছি। কিন্তু আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। খালিদ বললেন, জয়ের কৃতিত্ব ফুটবলারদের। সবাই সংঘবদ্ধ থেকেছে। দলের ঐক্যই আসল। ছেলেদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেকে খুব পরিশ্রম করেছে। পরিবর্তনটা ঠিক কীভাবে সম্ভব হল? জাতীয় কোচ বলছেন, পুরোটাই আত্মবিশ্বাস। ছেলেরা চাপের মুখে আত্মবিশ্বাস হারায়নি। দল হিসেবে একজোট হয়ে খেলেছে। পরস্পরকে সবাই সাহায্য করেছে। এটাই আসল ব্যাপার।

খালিদে গর্বিত গুরু নইম-বিমল

প্রতিবেদন : জাতীয় দলের কোচ হিসেবে অভিষেকেই স্বপ্নের শুরু খালিদ জামিলের। প্রথম সুযোগেই ছাত্রের সাফল্যে গর্বিত দুই গুরু সৈয়দ নইমউদ্দিন ও বিমল ঘোষ। প্রথম জনের কোচিংয়ে জাতীয় দলে খেলেছেন খালিদ। দ্বিতীয় জনের অধীনে এয়ার ইন্ডিয়ার জার্সিতে চার বছর খেলেছেন মুম্বইকর। নইম ও বিমল দু'জনেই মনে করছেন, ভারতীয় ফুটবলে এই কঠিন সময়ে একমাত্র খালিদই ছিলেন সিনিয়র জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার মতো উপযুক্ত লোক। খালিদকে লম্বা সময়ের জন্য দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে দু'জনেই।

হায়দরাবাদ থেকে ফোনে নইম বললেন, আমার কোচিংয়ে খেলার সময় দেখেছিলাম খালিদ কত পরিশ্রমী, শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিল। ওর হার-না-মানা মনোভাব এবং দায়বদ্ধতা ছিল দেখার মতো। কোচ হিসেবেও এই গুণগুলো ওকে এগিয়ে দিচ্ছে। ভারত যখন টানা জিততে পারছিল না, সেখানে ও দায়িত্ব নিয়েই ছেলেদের মানসিকতা বদলে দিয়েছে। ওকে ছাত্র হিসেবে পেয়েছি এটা ভেবে আমি গর্বিত। ফেডারেশনের উচিত খালিদকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া। ওর সঙ্গে লম্বা চুক্তি করা উচিত।

ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে খালিদের মেন্টর হিসেবে পরিচিত বিমল। খালিদকে কোচ করার জন্য ফেডারেশন সভাপতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বিমল ও আর্মান্দো কোলাসো। মুম্বই থেকে বিমল বললেন, সবাই বলছিল, স্ট্রাইকার নেই, মোহনবাগান খেলোয়াড় ছাড়েনি। আসলে টিম গেমে সবাই স্ট্রাইকার হতে পারে। খালিদ কিন্তু সেভাবেই দলটাকে তৈরি করছে। একটা, দুটো প্লেয়ার বা শুধু তারকাদের উপর নির্ভর করে দল জিততে পারে না। খালিদের সবচেয়ে বড় গুণ, ও কথা কম বলে কাজটা করে। শৃঙ্খলা ও সংকল্প ওর জীবনের মন্ত্র। ওমানের বিরুদ্ধে খালিদের পরিবর্তনগুলো ছিল দুর্দান্ত। গেম রিডিও খুব ভাল। বিদেশি কোচের দিকে না গিয়ে খালিদকে আগেই দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল।

কেকেআরে গুরুত্ব পাইনি, তোপ শ্রেয়সের

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর : শ্রেয়স আইয়ারের কলকাতা নাইট রাইডার্স ছেড়ে পাঞ্জাব কিংসে যাওয়া নিয়ে কম চর্চা হয়নি। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন শ্রেয়স। সরাসরি নাম নিয়ে কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজির সমালোচনা না করলেও বুঝিয়ে দিলেন, শাহরুখ খানের কেকেআরে সেভাবে গুরুত্বই পাননি টিমের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক।

কেকেআরে শ্রেয়স ছিলেন অধিনায়ক, মেন্টর গৌতম গম্ভীর। দু'জনের জুটিতে দীর্ঘ দশ বছরের ট্রফির খরা কাটলেও শ্রেয়স কলকাতা ছেড়ে পাঞ্জাবে যোগ দেন। জিকিউ-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেছেন, পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আমি আলোচনায় থাকতাম। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। আসলে ওখানে আমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। প্রাক্তন নাইট অধিনায়কের কথায় স্পষ্ট, অধিনায়ক থাকলেও কেকেআরে পর্যাপ্ত সম্মান তিনি পাননি।

কেকেআরে গম্ভীরই লিডারশিপ গ্রুপের প্রধান ছিলেন। সব সিদ্ধান্ত যে তিনিই নিতেন, শ্রেয়সের মন্তব্যে তারই ইঙ্গিত! কেকেআরের সঙ্গে পাঞ্জাবের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে শ্রেয়স বলেন, আমি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর যখন পাঞ্জাবে যাই, সকলে আমার অভিজ্ঞতা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। দলের স্বার্থে আমি যেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিই, এমনটাই চেয়েছিল পাঞ্জাব ম্যানেজমেন্ট। পাঞ্জাব আমাকে সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছে। দলের কোচ, ম্যানেজমেন্ট আমার কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে। মাঠে, মাঠের বাইরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। দলের প্রতিটি আলোচনায় আমি থাকি, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিই। এই স্বাধীনতা আমি কোথাও পাইনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলতে মরিয়া ঋষভ

বেঙ্গালুরু, ৯ সেপ্টেম্বর : চোট সারিয়ে ২২ গজে ফেরার মঞ্চ হিসাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজকেই পাখির চোখ করছেন ঋষভ পন্থ। গত ইংল্যান্ড সিরিজে ক্রিস ওকসের বল রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন পন্থ। তাঁর পায়ের পাতা ভেঙে গিয়েছিল। তখনই জানা গিয়েছিল, সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে অন্তত ছয় সপ্তাহ সময় লাগবে পন্থের। ফলে এশিয়া কাপ তো বটেই, অক্টোবরে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজও তাঁর পক্ষে খেলা সম্ভব নয়।

তবে বোর্ড সূত্রের খবর, চোট পাওয়ার পর বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডেই ছিলেন পন্থ। সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরেছেন। প্রত্যাশার থেকেও দ্রুত গতিতে উন্নতি করছেন। এবার বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব পর্ব শুরু করবেন। বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে চলবে এই রিহ্যাব। পন্থ নিজেও ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলতে মরিয়া। এরপর অস্ট্রেলিয়া সফরেও যেতে চান দলের সঙ্গে। প্রসঙ্গত, আগামী ২ অক্টোবর, আমেদাবাদে শুরু হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। পরের টেস্ট দিল্লিতে। যা আবার পন্থের ঘরের মাঠ। এদিকে, অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হবে ১৯ অক্টোবর থেকে। সেখানে তিনটে একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে ভারত।

লিগের অবনমন পর্ব নিয়ে জট

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের অবনমন পর্ব নিয়ে জটিলতা। সাদার্ন সমিতির শূন্য পয়েন্ট নিয়ে অবনমন পর্বে খেলার কথা। 'বি' গ্রুপে সবার নিচে থাকা দলটির অবনমন কার্যত নিশ্চিত। কিন্তু আইএফএ-কে সাদার্ন মঙ্গলবার চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, লিগে ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে তদন্ত বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস না দেওয়া হলে তারা বুধবার মহামেডানের বিরুদ্ধে দল নামাবে না। আইএফএ পাল্টা চিঠি দিয়ে ম্যাচ খেলার অনুরোধ করেছে সাদার্নকে। আর্মি রেড লিগ শুরুর আগেই নাম তুলেছিল। ফলে তাদেরও অবনমন হচ্ছে। নিয়মানুযায়ী দুটো দলই নামবে। তাই সাদার্ন না খেললে অবনমন রাউন্ড হবে না। অবনমন এড়াবে মহামেডান।

প্রস্তুতি ম্যাচে রবসনের ঝলক

ভাল খেলেন কামিন্সও।

প্রতিবেদন : আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর যুবভারতীতে তুর্কমেনিস্তানের আল আহল এফকে-র বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ নামার আগে দল কতটা তৈরি তা পরীক্ষা করে নিলেন মোহনবাগানের হেড কোচ জোসে মোলিনা। মঙ্গলবার সকালে কিশোর ভারতীতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করল মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন জার্সিতে রবসন রোবিনহো কেমন খেলেন, তা জানার আগ্রহ ছিল মোহন জনতার। ফরোয়ার্ডে একা জেসন কামিন্সকে রেখে দল সাজিয়েছিলেন মোলিনা। ৮০ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর পরিবর্তে নামেন রবসন। সাম্বা ঝলক দেখিয়ে সতীর্থদের গোলের পাস বাড়ালেন। রবসনের পাস থেকে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সুহেল ভাট। কামিন্সও ভাল খেলেন। রক্ষণে ভরসা দেন মেহতাব সিং।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লাকি চার্ম! কেকেআরের লোগো লাগানো ব্যাগ নিয়েই এশিয়া কাপে গৌতম গম্ভীর

রশিদদের সহজ জয়

আবু ধাবি, ৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে হংকংকে ৯৪ রানে হারিয়ে অভিযান শুরু রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তানের। মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৮ রান তুলেছিল আফগানরা। জবাবে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৯৪ রানেই আটকে যায় হংকং। হংকংয়ের ব্যাটারদের মধ্যে কিছুটা লড়াই করেন বাবর হায়াত। তিনি ৪৩ বলে ৩৯ করে আউট হন। এর আগে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়নি আফগানিস্তানের। স্কোরবোর্ডে মাত্র ২৬ রান তুলতে না তুলতেই ২ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। ওই পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলেন ওপেনার সাদিকুল্লা অটল ও অভিজ্ঞ মহম্মদ নবি। ২৬ বলে ৩৩ করে নবি আউট হলেও, ৫২ বলে ৭৩ করে নট আউট থেকে যান সাদিকুল্লা। শেষ দিকে মাত্র ২১ বলে ৫৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দেন আজমাতুল্লাহ ওমরজাই।

সঞ্জু-ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখল ভারত

সামনে আরব আমিরশাহি

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : কোচ গৌতম গম্ভীর এশিয়া কাপকে দেখছেন আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মঞ্চ হিসাবে। কিন্তু টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়ার কোচের বড় চ্যালেঞ্জ সঞ্জু-ধাঁধার উত্তর খুঁজে বের করা!

বুধবার আমিরশাহি ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করছে ভারত। প্রশ্ন হল, সঞ্জু স্যামসন না জিতেশ শর্মা, কে খেলবেন? শেষ দুটো টি-২০ সিরিজে তিন-তিনটে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন সঞ্জু। কিন্তু এমন পারফরম্যান্সের পরেও, বুধবারের ম্যাচে ডাগআউটে বসতে হতে পারে তাঁকে। গম্ভীর দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে চাইছেন। তাই জিতেশের প্রথম এগারোতে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ভারতীয় দলের নেটে সঞ্জুর থেকেও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন জিতেশ। প্র্যাকটিসে শিবম দুবে, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়াদের সঙ্গে জিতেশকেও অনেকক্ষণ ধরে ব্যাটিং করানো হচ্ছে। জিতেশকে দিয়ে কিপিংও করানো হয়েছে দীর্ঘক্ষণ।

সেখানে নেটে সেভাবে ব্যাটিং বা কিপিং করার সুযোগ পাচ্ছেন না সঞ্জু। তবে কোচ গম্ভীরকে দেখা গিয়েছে আলাদা করে সঞ্জুর সঙ্গে মিনিট তিনেক কথা বলতে। দু'জনের মধ্যে কী নিয়ে কথা হয়েছে, সেটা অবশ্য কেউই জানেন না। ভারতীয় শিবিরের খবর, গম্ভীর এশিয়া কাপে দল নিয়ে পরীক্ষার পথে হাঁটতে চাইছেন। যাতে টি-২০ বিশ্বকাপের ব্লু প্রিন্ট নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারেন। তাই বুধবারের ম্যাচে অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জুর বদলে শুভমন গিলকে ওপেন করতে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই। সঞ্জুর মতো ফর্মে থাকা ক্রিকেটারকে বসিয়ে শুভমনকে দিয়ে ওপেন করানো। ফিনিশার হিসাবে রিঙ্কু সিংয়ের বদলে জিতেশের উপর আস্থা রাখা, সেই পরীক্ষারই প্রথম ধাপ। এখানে বলে রাখা ভাল, সঞ্জুর মতো একই হাল রিঙ্কুরও। তিনিও নেটে সেভাবে ব্যাট করার সুযোগ পাচ্ছেন না। কোচের পরিকল্পনায় আপাতত যে সঞ্জু ও রিঙ্কু নেই, সেটা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন সঞ্জুর খেলা নিয়ে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে সঞ্জুকে নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে সূর্য বলেন, আমরা সব দিক থেকেই সঞ্জুর খেয়াল রাখছি। চিন্তা করবেন না। কাল সঠিক সিদ্ধান্তই নেব। পাশাপাশি জিতেশের প্রশংসা করে সূর্য বলেছেন, আইপিএল থেকে ঘরোয়া ক্রিকেট, জিতেশ সব জায়গায় পারফর্ম করেছে। তাই ও জাতীয় দলে নিজের জায়গা অর্জন করেছে।

গম্ভীরের আবার পরিকল্পনা অনেকটাই ফাঁস করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, তরুণ ক্রিকেটারদের উপর টিম ম্যানেজমেন্টের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এবারের এশিয়া কাপ ওদের কাছে শেখার মঞ্চ। তবে শুধুই দল নিয়ে পরীক্ষা নয়। আমরা যে কোনও মূল্যে এশিয়া কাপ জিততে চাই।

এশিয়া কাপ ট্রফি নিয়ে অংশগ্রহণকারী আট দেশের অধিনায়করা। মঙ্গলবার দুবাইয়ে।

পাক ম্যাচে আগ্রাসী ক্রিকেটই অস্ত্র সূর্যর

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : বাইশ গজে বল গড়ানোর চার দিন আগেই বেজে গেল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দামামা! আগামী রবিবার এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে দুই প্রতিবেশী দেশ। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী সাংবাদিক বৈঠক করলেন অংশগ্রহণকারী আট দেশের অধিনায়ক। আর সেখানে একের পর এক প্রশ্ন ধেয়ে এল ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে। কে বলবে, ২৪ ঘণ্টা পর ভারতের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি! বরং এটাই মনে বাধ্যে, রবিবার নয় বুধবারই সূর্যকুমার যাদবরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামছেন।

সূর্য অবশ্য সাফ জানিয়ে দিলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁরা আগ্রাসী ক্রিকেটই খেলবেন। ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, মাঠে আগ্রাসন তো থাকবেই। আগ্রাসন ছাড়া খেলা সম্ভব নয়। দলের কাউকে আলাদা করে কিছু বলে দেওয়ার নেই। বলে দিতেও হয় না। সবাই জানে, কীভাবে মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দিতে হয়। পাক অধিনায়ক সলমন আগার মুখেও আগ্রাসী ক্রিকেটের স্লোগান। তিনি বলেন, মাঠে কেউ আগ্রাসী হতেই পারে। বিশেষ করে, ফাস্ট বোলাররা সব সময়ই আগ্রাসী মেজাজে থাকে। কেউ আগ্রাসী হতে চাইলে হতেই পারে। তবে সেটা যেন খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে এবারও ফেভারিট হিসাবে চিহ্নিত করছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিন অবশ্য নিজেদের ফেভারিট তকমা উড়িয়ে দিয়ে সূর্য বলেছেন, কে বলেছে আমরা ফেভারিট? আমি তো তেমন কছু শুনিনি। আমরা কিন্তু অনেক দিন পর টি-২০ ক্রিকেট খেলব। তবে দলের প্রত্যেকেই আইপিএল খেলেছে। প্রস্তুতি ঠিক হলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এটুকু বলতে পারি, আমাদের প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব।

দুবাইয়ের গরম নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নন সূর্য। ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, সন্ধের পর খুব একটা গরম থাকছে না। বরং বেশ আরামদায়ক আবহাওয়া। আমরা এখানে আসার পর যে ক'টা দিন প্র্যাকটিস করেছি, কোনও সমস্যা হয়নি।

প্র্যাকটিসের ফাঁকে সূর্য ও হার্দিক। মঙ্গলবার।

পুরস্কারমূল্য দ্বিগুণ বাড়ছে

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের বিশ্বকাপের পর এবার এশিয়া কাপের পুরস্কারমূল্য বাড়ছে। সূত্রের খবর, এবছরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দলের পুরস্কারমূল্য দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটাই যা বাকি। ২০২৩ সালে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পেয়েছিল ভারত। এবারের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, রানার্স দলের পুরস্কারমূল্যও বেড়ে হতে চলেছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারকে দেওয়া হবে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে এশিয়া কাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত অভিযান শুরু করবে বুধবার। এবারের টুর্নামেন্টের আয়োজক ভারত হলেও, ম্যাচগুলি হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। মোট আটটি দল অংশ নিচ্ছে এবারের টুর্নামেন্টে। গ্রুপ এ-তে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে রয়েছে আমিরশাহি এবং ওমান। গ্রুপ বি-তে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও হংকং। দু'টি গ্রুপ থেকে চারটি দল উঠবে সুপার ফোরে।

শুভমনকে বল করা সিমরন আজ প্রতিপক্ষ

দুবাই, ৯ সেপ্টেম্বর : এক যুগ আগে মোহালিতে পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থার অ্যাকাডেমির (পিসিএ) নেটে নিয়মিত অনুশীলন করতেন শুভমন গিল। মাত্র ১১-১২ বছর বয়স ছিল তখন শুভমনের। বোলারদের মধ্যে থাকতেন লুধিয়ানার ছেলে সিমরনজিৎ সিং। ৩৫ বছরের বাঁ-হাতি স্পিনার তখনই বুঝে গিয়েছিলেন শুভমনের প্রতিভা। সিমরনজিৎ বুধবার এশিয়া কাপে নামবেন শুভমনের বিরুদ্ধে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির হয়ে খেলবেন তিনি।

স্মৃতির সরণি বেয়ে সিমরন বলছেন, শুভমন যখন ছোট ছিল তখন থেকে আমি ওকে চিনি। কিন্তু আমাকে ওর মনে আছে কি না, জানি না। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমিরশাহির স্পিনার বলছেন, সময়টা ২০১১-'১২ হবে এবং শুভমনের বয়স তখন খুব বেশি হলে ১২ বছর। আমরা একসঙ্গে মোহালির পিসিএ স্টেডিয়ামে অনুশীলন করতাম। সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ট্রেনিং চলত আমাদের। শুভমন আসত ওর বাবার সঙ্গে ১১টা নাগাদ। অনুশীলন শেষে আমি বাড়তি বোলিং করতাম। শুভমনকে নেটে অনেক বোলিং করেছি। জানি না, ও আমাকে এখন চিনতে পারবে কি না! ও তখন অনেক ছোট ছিল। সে সব দিন ওর আছে কি না, জানি না।

কোভিডের সময় সিমরনজিতের জীবনের গতিপথ বদলে গিয়েছে। দুবাইয়ে অনুশীলনের প্রস্তাব পেয়ে চলে আসেন মরুশহরে। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ আসার পর আর ভারতে ফিরতে পারেননি। আমিরশাহির ভারতীয় স্পিনার বলছেন, ২০২১-এ কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় পাকাপাকিভাবে দুবাইয়ে থেকে যাই। ক্লাব ক্রিকেট খেলার পাশাপাশি এখানে জুনিয়রদের কোচিং করে উপার্জন শুরু করি। এরপর আমিরশাহি দলে সুযোগ এবং ইউএই বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতায় চলে আসি।